৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০৬

টপিক:

সংবিধান: প্রণয়ন প্রক্রিয়া, মূলনীতি, রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার, নারী অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংবিধানের সংশোধনী, বিভিন্ন রিট, আইন এবং অধ্যাদেশ ও অন্যান্য।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

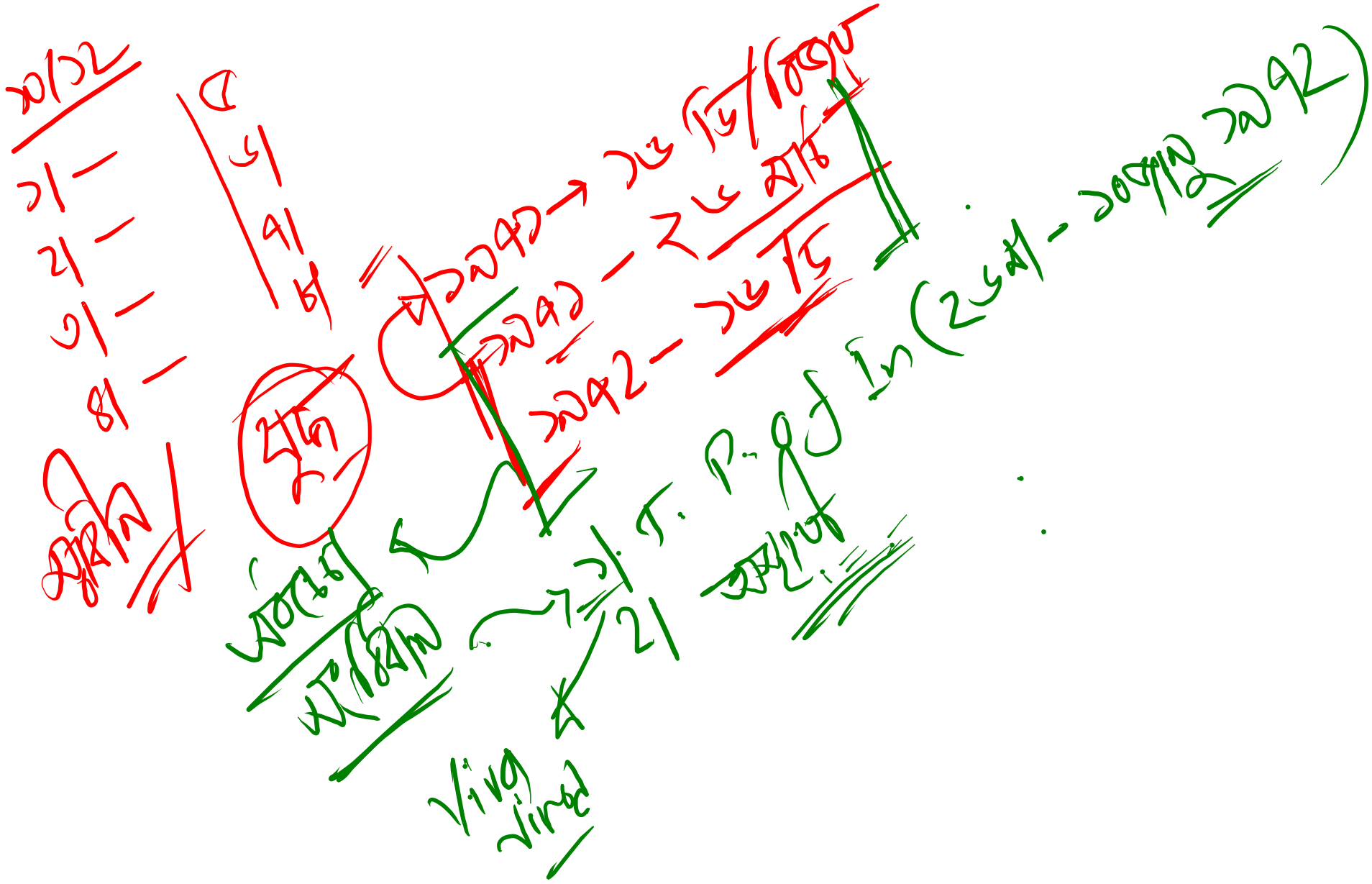

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

বাংলাদেশের দুটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান-

❑ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (The Proclamation of Independence)

- ✓ **মেয়াদকাল**– ২৬ মার্চ, ১৯৭১ থেকে ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২
- ✓ **জারির তারিখ**– ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

❑ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ (Provisional Constitutional Order)

- ✓ **মেয়াদকাল**– ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২
- ✓ **জারির তারিখ**– ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

সংবিধান প্রণয়নের ধারাবাহিক ঘটনা

তারিখ	ঘটনা
১০ এপ্রিল, ১৯৭২	গণপরিষদ প্রথম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে মিলিত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪১৪ জন গণপরিষদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
১১ এপ্রিল, ১৯৭২	গণপরিষদ প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে মিলিত হন। ১১ এপ্রিল, ১৯৭২ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনেই ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। সংবিধান কমিটির ৩৪ জন সদস্যের নাম গণপরিষদে প্রস্তাব করেন এম. মনসুর আলী। আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এই খসড়া প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই জন্য তাঁকে সংবিধানের রূপকার বলা হয়। এই কমিটিতে মাত্র একজন বিরোধী দলীয় সদস্য ছিল সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (ন্যাপ, মোজাফফর) । সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু। এছাড়াও সংবিধান প্রণয়নে একজন বিদেশি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় তিনি হলেন ব্রিটিশ আইনজীবী আই গ্যাথরি।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

সংবিধান প্রণয়নের ধারাবাহিক ঘটনা

তারিখ	ঘটনা
১৭ এপ্রিল, ১৯৭২	খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে।
১২ অক্টোবর, ১৯৭২	গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনে ড. কামাল হোসেন ১৫৩টি অনুচ্ছেদ সংবলিত খসড়া সংবিধানটি বিল আকারে উপস্থাপন করেন।
৪ নভেম্বর, ১৯৭২	খসড়া সংবিধান বিলের উপর তৃতীয় ও সর্বশেষ পাঠ চলে। এ দিন গণপরিষদ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়।
১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২	গণপরিষদের সদস্যগণ হস্তলিখিত মূল সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি লিপিতে স্বাক্ষর করেন। গণপরিষদের ৩৯৯ জন সদস্য হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরসহ খসড়া সংবিধানটি হয় মোট ১০৯ পৃষ্ঠার। সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি।
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২	বিজয় দিবস হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

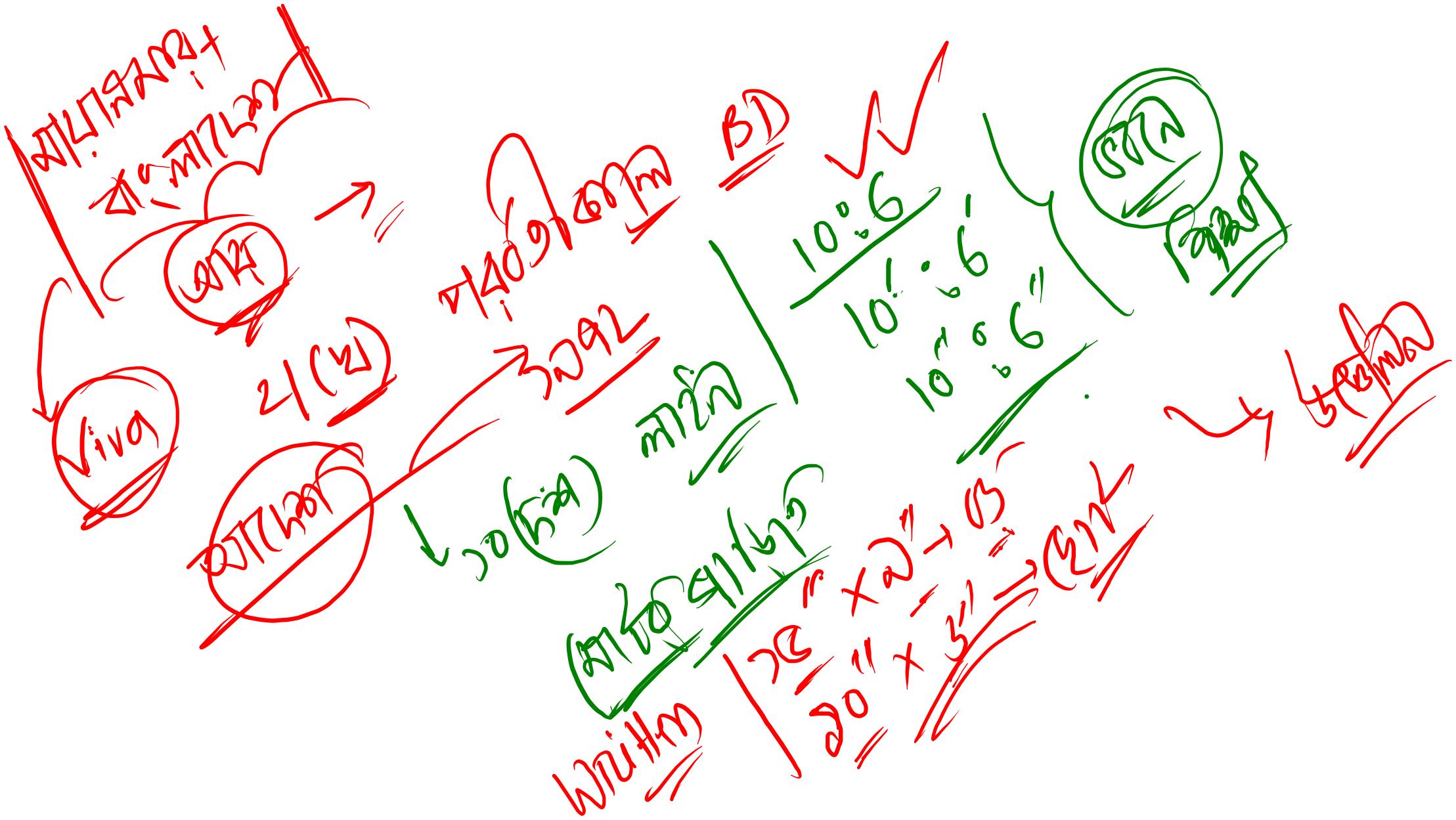

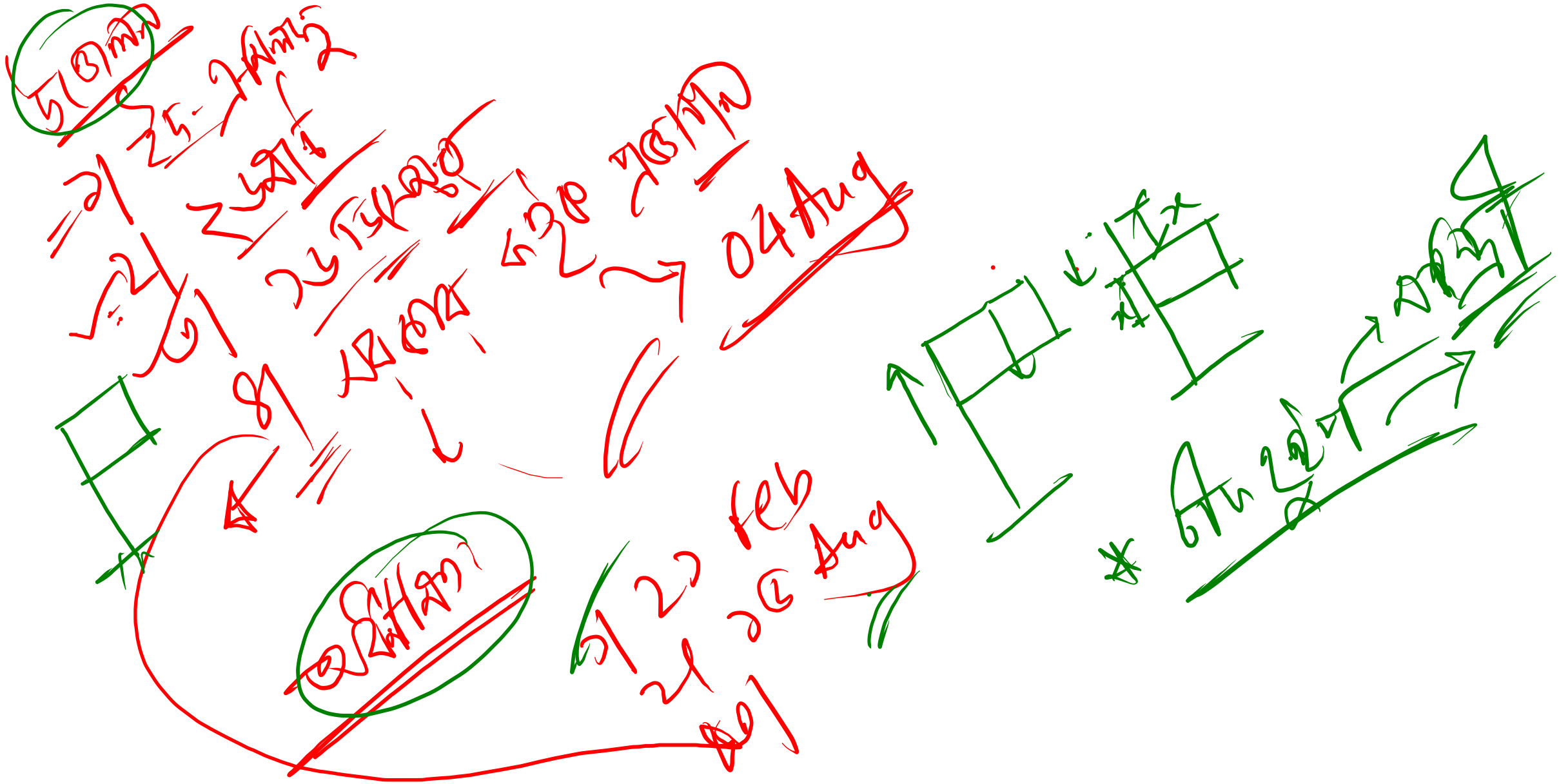

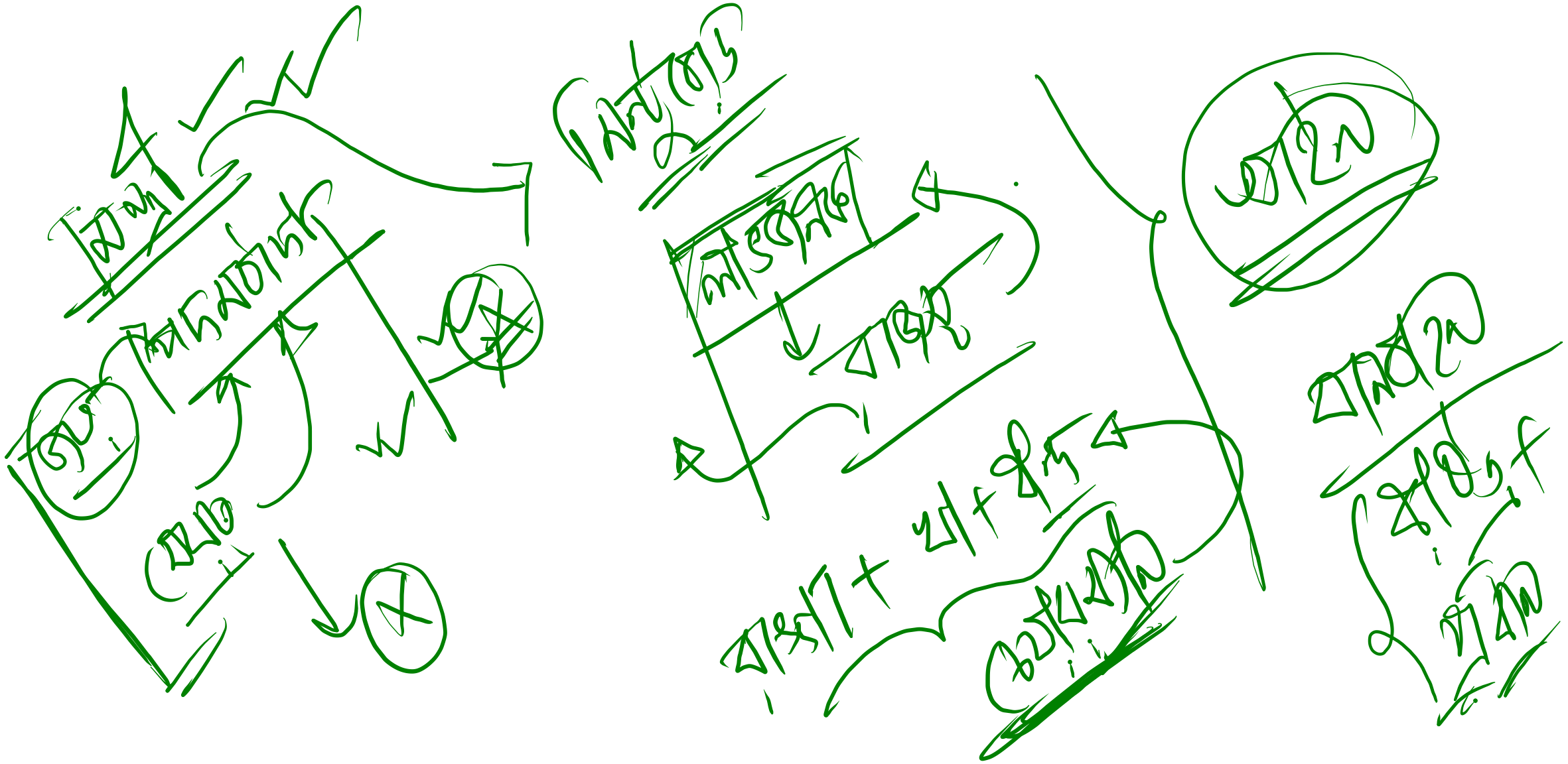

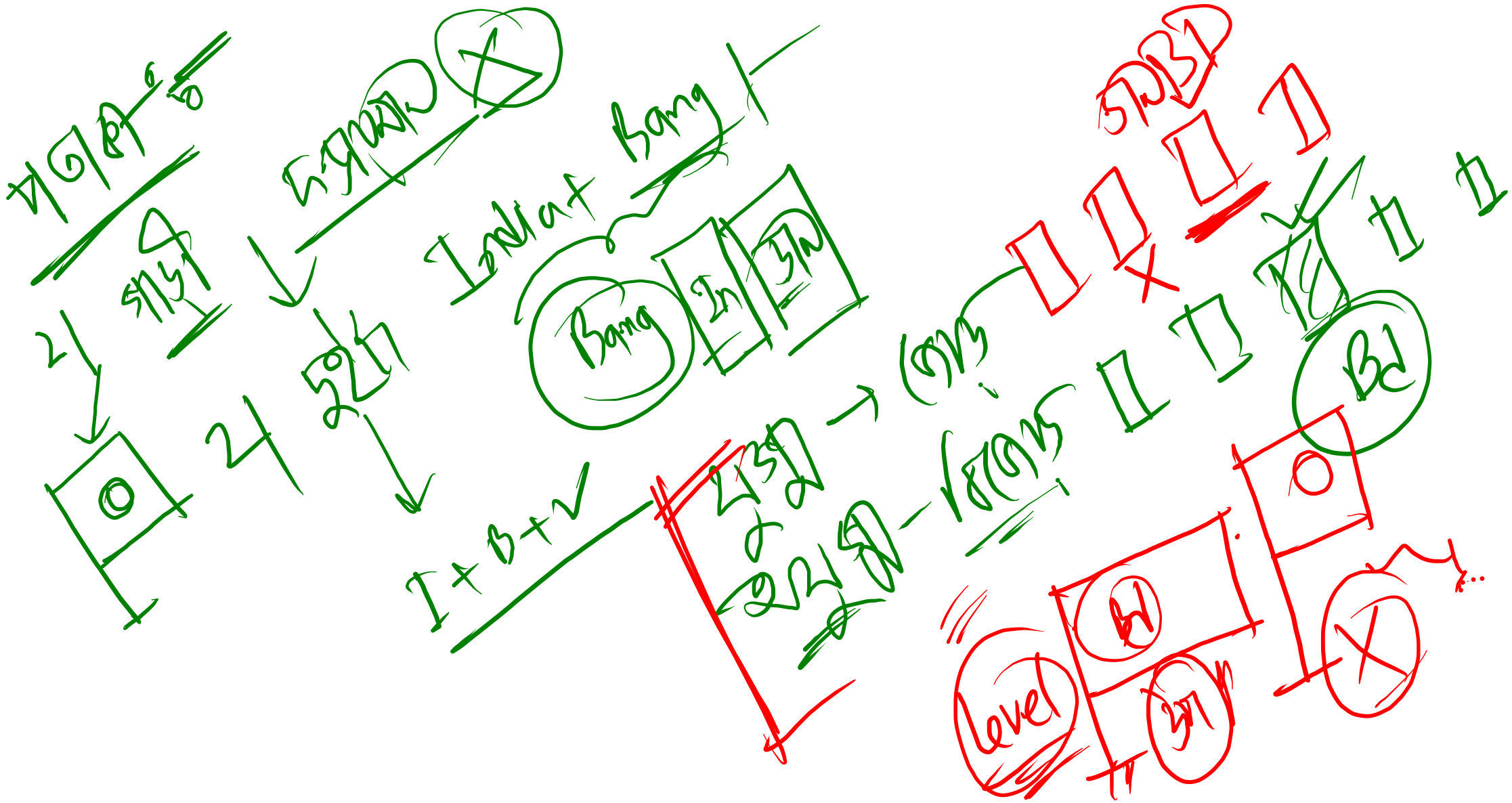

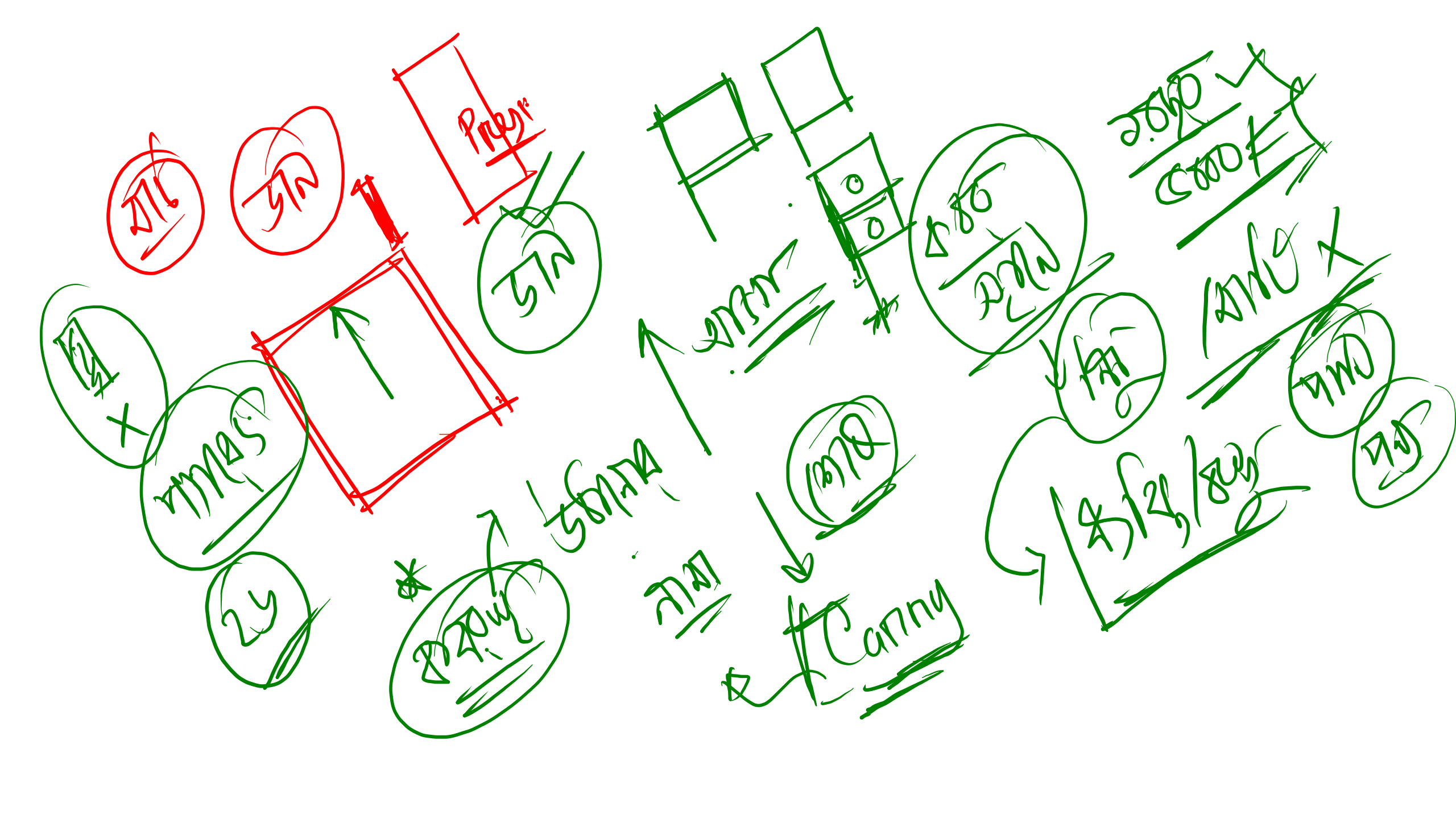

বাংলাদেশের সংবিধান

এক নজরে বাংলাদেশের সংবিধান

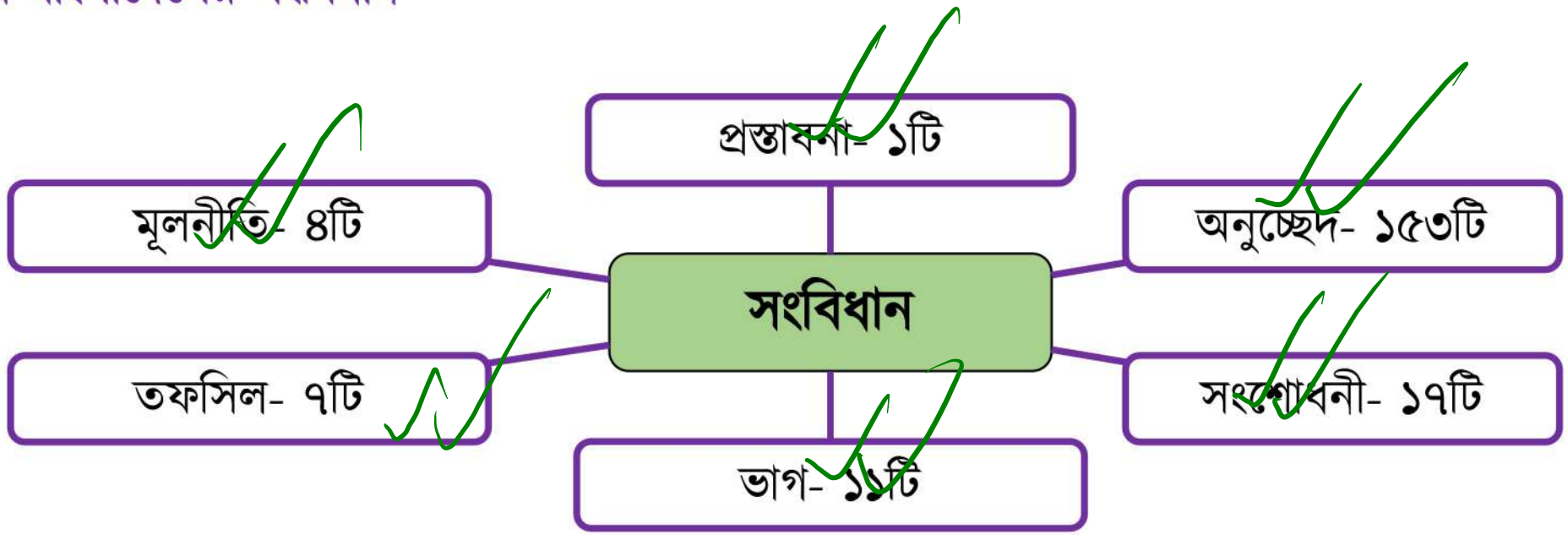

বাংলাদেশের সংবিধান

সংবিধানের ভাগসমূহ

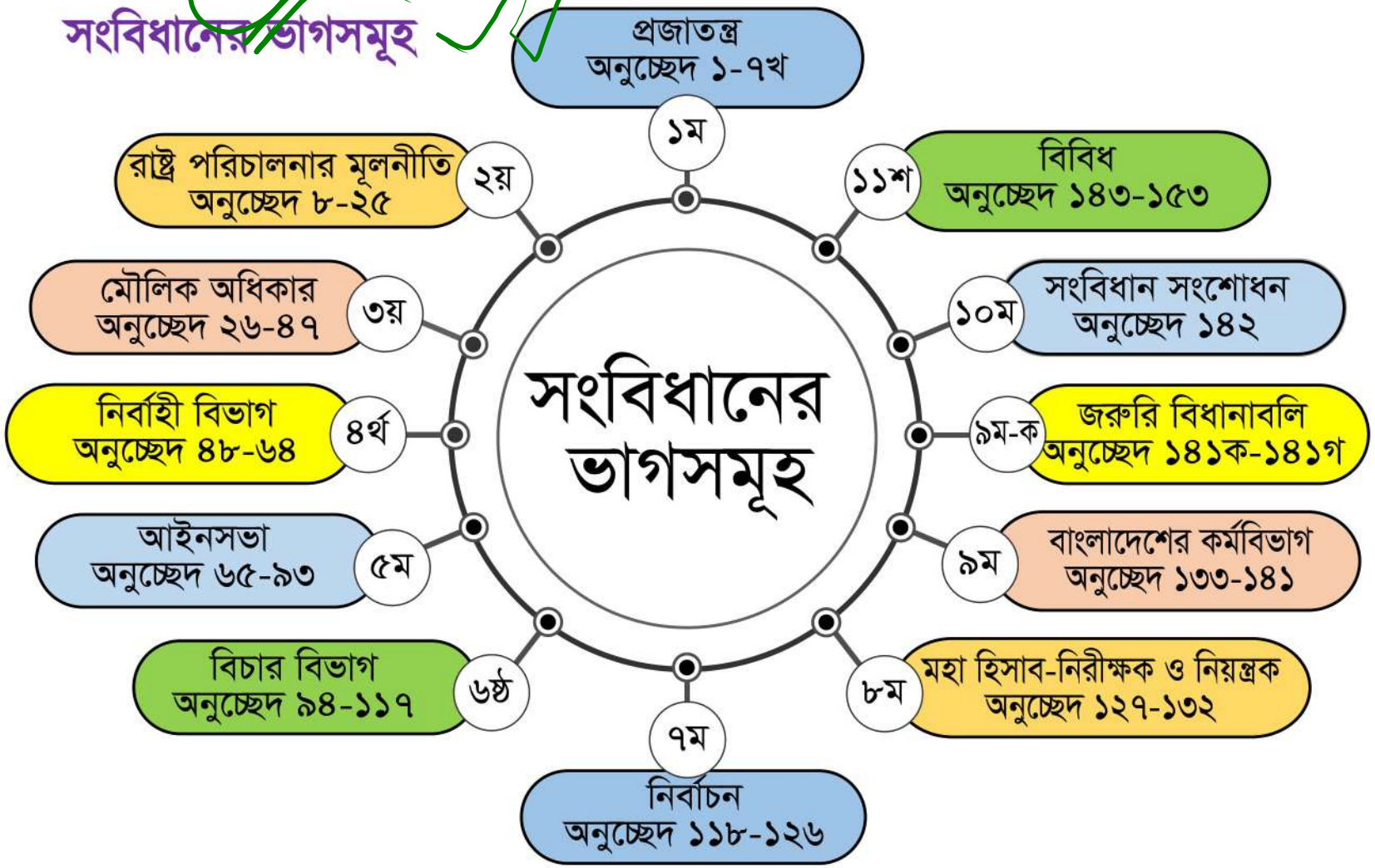

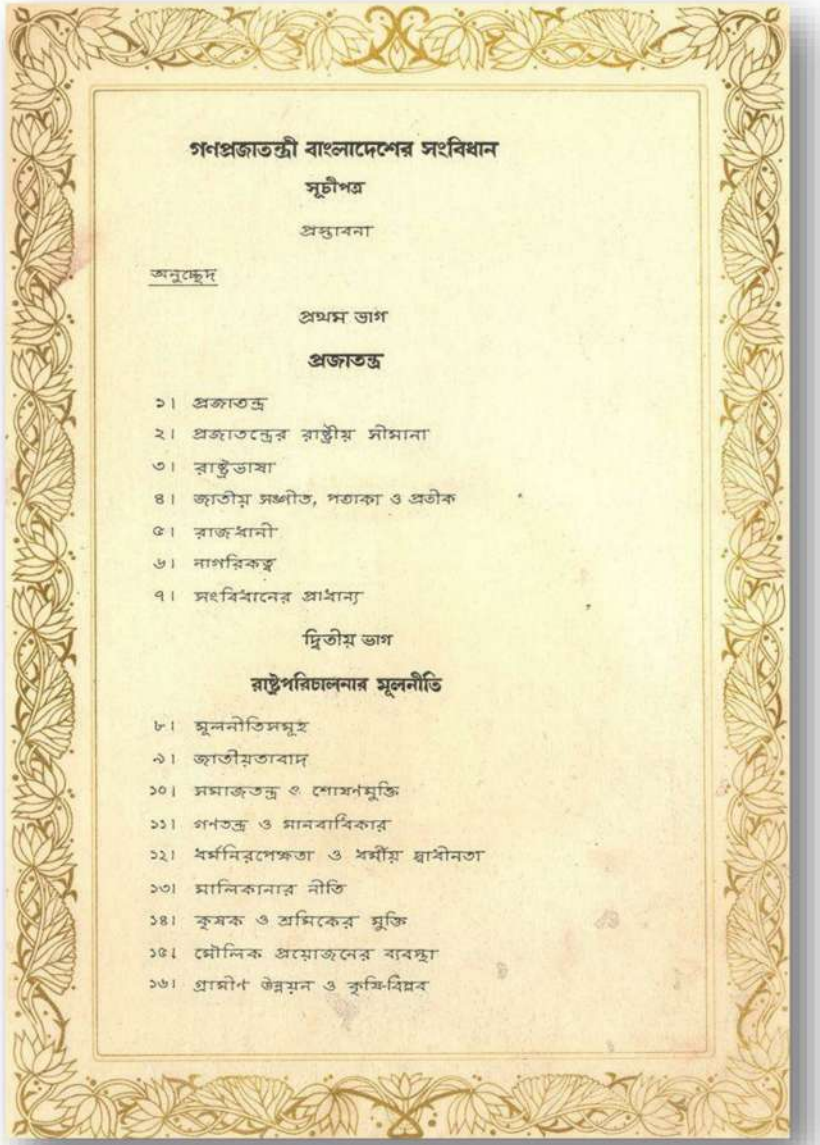

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

অনুচ্ছেদ

প্রথম ভাগ

প্রজাতন্ত্র

১। প্রজাতন্ত্র
২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা
৩। রাষ্ট্রভাষা
৪। জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক
৫। রাজধানী
৬। নাগরিকত্ব
৭। সংবিধানের প্রাধান্য

দ্বিতীয় ভাগ

রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি

৮। মূলনীতিসমূহ
৯। জাতীয়তাবাদ
১০। সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
১১। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
১২। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
১৩। মালিকানার নীতি
১৪। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি
১৫। মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা
১৬। গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি-বিপ্লব

বাংলাদেশের সংবিধান পাঠ

প্রস্তাবনা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে / পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে)

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহিদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;
এতদ্দ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত ঊনআশি বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ, মোতাবেক ঊনিশ শত বাহাত্তর খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

বাংলাদেশের সংবিধানের গঠন বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

- ✓ লিখিত সংবিধান
- ✓ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান
- ✓ ১টি প্রস্তাবনা
- ✓ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির উল্লেখ
- ✓ মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ
- ✓ সংসদীয় সরকার পদ্ধতি
- ✓ জনগণের সার্বভৌমত্ব
- ✓ সংবিধানের প্রাধান্য
- ✓ নাগরিকত্ব
- ✓ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
- ✓ এককেন্দ্রিক সরকার
- ✓ এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা
- ✓ মালিকানার নীতি
- ✓ সংবিধান সংশোধনীর বিধানের উল্লেখ

প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র (০১-০৭) অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	অনুচ্ছেদ	শিরোনাম
১	প্রজাতন্ত্র	৫	রাজধানী
২	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা	৬	নাগরিকত্ব
২ক	রাষ্ট্রধর্ম	৭	সংবিধানের প্রাধান্য
৩	রাষ্ট্রভাষা	৭ক	সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ
৪	জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক	৭খ	সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন অযোগ্য
৪ক	জাতির পিতার প্রতিকৃতি		

প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র (০১-০৭) অনুচ্ছেদ

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম
"প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধানের শিষ বেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা।"	বাইরের বৃত্তের সাদা অংশটির উপরে বাংলায় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' এবং নিচে 'সরকার' লেখা এবং দুইপাশে দুইটি করে মোট চারটি লাল ৫ কোণা বিশিষ্ট তারকা। কেন্দ্রে একটি লাল বৃত্তের মধ্যে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা।
নকশা: মোহাম্মদ ইদ্রিস ও কনসেপ্ট: কামরুল হাসান	নকশা: এ এন এ সাহা/নিত্যানন্দ সাহা
ব্যবহার: রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার।	ব্যবহার: মন্ত্রিপরিষদ ও সরকারের দাপ্তরিক কাজে।

সংবিধানের প্রাধান্য

সংবিধানের আইনগত এখতিয়ার ও সংবিধানের সংরক্ষণকল্পে ৭, ৭ক ও ৭খ অনুচ্ছেদগুলি প্রণীত। বাহাত্তরের মূল সংবিধানে সাংবিধানিক বিবৃতিগুলোর গুরুত্ব স্পষ্ট করে দেওয়া আছে। ৭(২) অনুচ্ছেদে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে সাংবিধানিক মূলনীতিকে লঙ্ঘন করে এরকম আইন বাতিল হবে। ৮(২) ধারায় অবশ্য এ-ও বলা আছে যে, [সংবিধানে বর্ণিত মূলনীতিগুলো] "আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হবে না"। বিচার বিভাগ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাকে খারিজ করার ক্ষমতা রাখে। এ অর্থে সাংবিধানিক মূলনীতি আদালতের মাধ্যমেই প্রযুক্ত হয় তবে সাধারণ মানুষকে আইনের সাংবিধানিক সামঞ্জস্যতা নিয়ে আদালতে মামলা করার অধিকার দেওয়া হয় নাই।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর (২০১১) মাধ্যমে ৭ক ও ৭খ ধারা দুইটি সন্নিবেশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর তৃতীয় বিশ্বের অন্য সব রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশের রাজনীতিও বিপথগ্রস্ত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরপর বেশ কয়েক দফা সামরিক স্বৈরশাসনের কালো অধ্যায় শুরু হয়। একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরশাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য বাহাত্তরের সংবিধানে বেশ কিছু সংশোধন আনা হয় যা জাতীয় চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ক ও ৭খ অনুচ্ছেদ দুইটি প্রণীত।

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (০৮ – ২৫ অনুচ্ছেদ)

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	অনুচ্ছেদ	শিরোনাম
৮	মূলনীতিসমূহ	১৮	জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা
৯	জাতীয়তাবাদ	১৮ক	পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
১০	সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি	১৯	সুযোগের সমতা
১১	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার	২০	অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম
১২	ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা	২১	নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য
১৩	মালিকানার নীতি	২২	নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ
১৪	কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি	২৩	জাতীয় সংস্কৃতি
১৫	মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা	২৩ক	উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি।
১৬	গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব	২৪	জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন, প্রভৃতি
১৭	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা	২৫	আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (০৮ – ২৫ অনুচ্ছেদ)

মূলনীতিসমূহ

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (০৮ – ২৫ অনুচ্ছেদ)

৯. জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ একটি চেতনা। বিভিন্ন উপাদান নিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই চেতনা বা ঐক্যবোধ সৃষ্টি, যা অন্যদের থেকে তাদের পৃথক করে, ভিন্ন সত্তা বা পরিচিতি এনে দেয়। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে বাংলাদেশ সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ৯) বলা হয়, "ভাষা ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।" এক ও অভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা ঐক্য এর ভিত্তি।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ

সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদের (২) দফায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী ও নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন। স্পষ্টতই এ সংবিধান সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয়তার মূল সংজ্ঞায়ন প্রত্যাশা করে। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার পরিণতি হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা বাঙালির অঞ্জলিতে ধরা দিয়েছে। সুমহান সংগ্রামের ঐতিহ্যে লালিত ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (০৮ – ২৫ অনুচ্ছেদ)

সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম

সমাজতন্ত্র শব্দটির দুইটি ইংরেজি অনুবাদ হয় Socialism ও Communism. শব্দ দুইটির ব্যবহারিক ভিন্নতার দিকে আলোকপাত করা জরুরি। বাংলাদেশ যে বছর স্বাধীন হয় (১৯৭১) তখন বৈশ্বিক রাজনীতি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দুটি মেরুর মাঝে বিভক্ত ছিল। ধনতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঝে শক্তিসাম্য তৈরির প্রচেষ্টা থেকে প্রক্সি যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা তখন পুরোদমে চলছে। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনামে রক্তক্ষয়ী মুক্তির সংগ্রাম চলেছে। সমাজতন্ত্রী ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের উত্থান ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেছে। বার্লিন দেয়ালের পূর্ব পার্শ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরঙ্কুশ সমাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার নিপীড়ন তখনো চলছে। এমতাবস্থায় সদ্য স্বাধীন একটি দেশের শাসনকাঠামো পুঁজিবাদী গণতন্ত্র হবে নাকি সমাজতন্ত্রী একনায়কতন্ত্র হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্ববহ ছিল।

সোশ্যালিজম শব্দটির প্রতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বিতৃষ্ণা ছিল। হিটলারের নাৎসি বাহিনীর পূর্ণ নাম ছিল National Socialist German Workers' Party. তবে সোশ্যালিজমের উগ্র বামপন্থি ধারা, কমিউনিজমের আদর্শ বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার পর পশ্চিমা বিশ্বের সোশ্যালিজমের জন্য জমানো ঘৃণা কমিউনিজমের দিকে ধাবিত হয়। মধ্যপন্থি রাষ্ট্রগুলো তাই সোশ্যালিস্ট পন্থার দিকে ঝোঁকে।

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (০৮ – ২৫ অনুচ্ছেদ)

১১. গণতন্ত্র

গণতন্ত্র হচ্ছে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা জনগণের অংশগ্রহণ ও সম্মতির ভিত্তিতে পরিচালিত। গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশ সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ১১) বলা হয়, "প্রজাতন্ত্র (বাংলাদেশ) হবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে এবং মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকবে।"

গণতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যবস্থা

গণতন্ত্রের প্রয়োগ নিয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন-

- জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্তি কতোদূর সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন?

  অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দেখা যায় সরকারের একটি নির্ধারিত সময়সীমা থাকে। এই সময়সীমায় নাগরিক একবারের জন্যই ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ রাখে। সরকারের সময়সীমায় সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে জনমত যাচাইয়ের প্রত্যক্ষ কোনো প্রয়োগ থাকে না।

  কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ রাখা হয়। যেমন ব্রিটেনের ইইউ ত্যাগের সিদ্ধান্তে রেফারেন্ডাম হয়েছিল যেখানে মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক প্রজ্ঞার বিপরীতে ব্রেক্সিটের সিদ্ধান্তে রায় দিয়েছিল। রেফারেন্ডামের মাধ্যমে সর্বজনীন জনমত যাচাই অনেক ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় এর যথেচ্ছ ব্যবহার সম্ভব না। তবে, গণমাধ্যমে জনমত জরিপ এর মাধ্যমে জনগণ সরকারের উপর পরোক্ষ চাপ তৈরি করতে পারে। এভাবে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের সংবিধানে রেফারেন্ডাম বা গণভোটের বিধান সংযুক্ত হয়েছিল। সেটি একনায়ক রাষ্ট্রপ্রধানের বৈধতা প্রমাণে ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমানে এই বিধান বাতিল রয়েছে।

  স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলীর অংশগ্রহণ বাড়ানো সম্ভব। স্মার্টফোন ডেমোক্রেসি এখনো কোনো দেশ ব্যবহার না করার একটা বড় কারণ দ্বিতীয় মৌলিক প্রশ্ন।

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (০৮ – ২৫ অনুচ্ছেদ)

➢ নির্বাচকমণ্ডলী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নিরূপণে কতোখানি যোগ্য?

সর্বজনীন ভোটাধিকার এর প্রয়োগে প্রতিটি মানুষের রাজনৈতিক বক্তব্যকে সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচকমণ্ডলী তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। জনপ্রতিনিধি এই ক্ষেত্রে একটি জনপ্রিয়তার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাই, জনপ্রতিনিধির যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, যেমন- অভিনয়শিল্পী, ক্রীড়াবিদ প্রভৃতি জনপ্রিয়তার যোগ্যতায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু, পেশাগত আত্মনিয়োগের কারণেই রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের জ্ঞানে সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। এইসব প্রতিনিধি যখন আইন প্রণয়নে কাজ করেন তখন তারা জনতার মঙ্গলে কতোখানি কার্যকর হন সে নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

প্লেটো তার ভুবনজয়ী "রিপাবলিক" গ্রন্থে বিশেষায়িত গণতন্ত্রের প্রস্তাবনা রেখেছেন। এই গণতন্ত্রে দার্শনিকেরা শাসক হবেন। নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করবেন একজন Philosopher King যিনি যুক্তি ও দার্শনিক প্রজ্ঞায় সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন। এই চিন্তার ধারাবাহিকতায় আধুনিক টেকনোক্রেসির জন্য একটি বিশেষজ্ঞনির্ভর ব্যবস্থার কথা ভাবা যায়। যেমন, আইন সম্পর্কিত বিষয়ে প্রাজ্ঞ আইনজীবীর মতামত অন্য পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর তুলনায় পরিণত ও পরিমিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (০৮ – ২৫ অনুচ্ছেদ)

➢ সংখ্যালঘুদের বিশেষ প্রেক্ষাপটে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের বিরোধী ভূমিকা কতোখানি যৌক্তিক?

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার দিকটি হলো এটি সাম্য প্রতিষ্ঠায় দৈবের মুখাপেক্ষী। কোনো ইস্যুতে যদি স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায় সেক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুরা গণতন্ত্র ব্যবহার করে নিপীড়কের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ধর্মীয় ও জাতিগত ইস্যুতে প্রায়ই এই ধরনের বিরোধপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি হয়। ভারতে যেমন গোরুর মাংস নিয়ে এ ধরনের একটা ব্যাপার ঘটছে। সেখানে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা গোহত্যা মহাপাপ মান্য করে গোমাংস ভক্ষণকারী মুসলমানদের কঠোর শাস্তি বিধান করেছে। ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম মূলনীতি হওয়ার পরও তীব্র জনবিদ্বেষের আশঙ্কায় কোনো রাজনীতিবিদই গোহত্যার পক্ষে অবস্থান নিতে অপারগ। উপরন্তু, ভারতের সংবিধানে ৪৮তম অনুচ্ছেদে গোহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উত্তর ইউরোপে এরকম একটা পার্টিসান ইস্যু হলো ইমিগ্রেশন। স্বল্প জনসংখ্যার উন্নত দেশগুলোতে সরকারের পক্ষ থেকে জনগণকে মৌলিক প্রয়োজনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থার মাঝে শরণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী ও প্রবাসীরা এসে সুবিধাগুলোতে ভাগ বসাচ্ছে। প্রবাসীরা ঐসব দেশের উন্নয়নের ইতিহাসে ভূমিকা না রেখেও সুবিধাভোগী হচ্ছে যেটা মেনে নেওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে কষ্টকর। সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে তাই অভিবাসন আইন পর্যায়ক্রমে কঠোর হচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবিধান সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার প্রতিজ্ঞা করে। প্রথমত, ধর্মনিরপেক্ষতা (অনুচ্ছেদ-১২) এর মাধ্যমে নিশ্চিত হয় যে দেশে কোনো ধর্মভিত্তিক বৈষম্যমূলক আইন প্রণীত হবে না। ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ-৪১) ও ধর্মীয় কারণে বৈষম্য (অনুচ্ছেদ-২৮) এর মাধ্যমে এই নিশ্চয়তা আরও সম্প্রসারিত হয়। উপজাতি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ (অনুচ্ছেদ-২৩ক) এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র জাতিসত্তারও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্তৃক নির্যাতিত হওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়। এইসব মহান নীতির বাস্তব প্রয়োগ কতোটুকু হয়েছে এবং হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে।

১২. ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্ম নিরপেক্ষতা আমাদের অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি। এ দ্বারা ধর্মহীনতা বুঝায় না। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ অবস্থান, অর্থাৎ ধর্ম থাকবে, তবে রাষ্ট্র ধর্মের কারণে নাগরিকদের কোন পক্ষপাতিত্ব দেখাবে না। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদ, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে কোনরূপ রাজনৈতিক মর্যাদা দান না করা, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার বন্ধ এবং (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ বা নিপীড়ন না করা, ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়ন অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানে ২ক ধারা যুক্ত করে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম প্রত্যয়ন করা হয়েছিল। মূলনীতিতেও ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে "মহান আল্লাহ তাআলার ওপর অকৃত্রিম আস্থা ও বিশ্বাস" শব্দগুচ্ছ প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জনের বিধান ফিরে আসে। কিন্তু সংবিধানের প্রস্তাবনার আগে "বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম" থেকে যায়। থেকে যায় রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। ফলে সংবিধানের মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে এখন সাংঘর্ষিক অবস্থা বিরাজমান।

২৫. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতি প্রশ্নে সরাসরি নির্দেশনা সংবিধানের ২৫ ধারায় এসেছে। অনুচ্ছেদটি বলছে,

আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন–

আমাদের এই রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি নিম্নরূপ:

- অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা
- আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা
- আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন
- অন্যান্য রাষ্ট্রের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

উল্লিখিত নীতিগুলোর ভিত্তিতে রাষ্ট্র নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবে–

- ✓ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ এড়িয়ে চলবে এবং সাধারণ ও সার্বিক নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা করবে।
- ✓ প্রত্যেক জাতির স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ও তাদের পছন্দের পথ ও পন্থার মাধ্যমে বাধাহীনভাবে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে।
- ✓ সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার (২৬-৪৭ক অনুচ্ছেদ)

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	অনুচ্ছেদ	শিরোনাম
২৬	মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল	৩৮	সংগঠনের স্বাধীনতা
২৭	আইনের দৃষ্টিতে সমতা	৩৯	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা
২৮	ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য	৪০	পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
২৯	সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা	৪১	ধর্মীয় স্বাধীনতা
৩০	বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ	৪২	সম্পত্তির অধিকার
৩১	আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার	৪৩	গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ
৩২	জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকাররক্ষণ	৪৪	মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ
৩৩	গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ	৪৫	শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন
৩৪	জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ	৪৬	দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা
৩৫	বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ	৪৭	কতিপয় আইনের হেফাজত
৩৬	চলাফেরার স্বাধীনতা	৪৭ক	সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা
৩৭	সমাবেশের স্বাধীনতা		

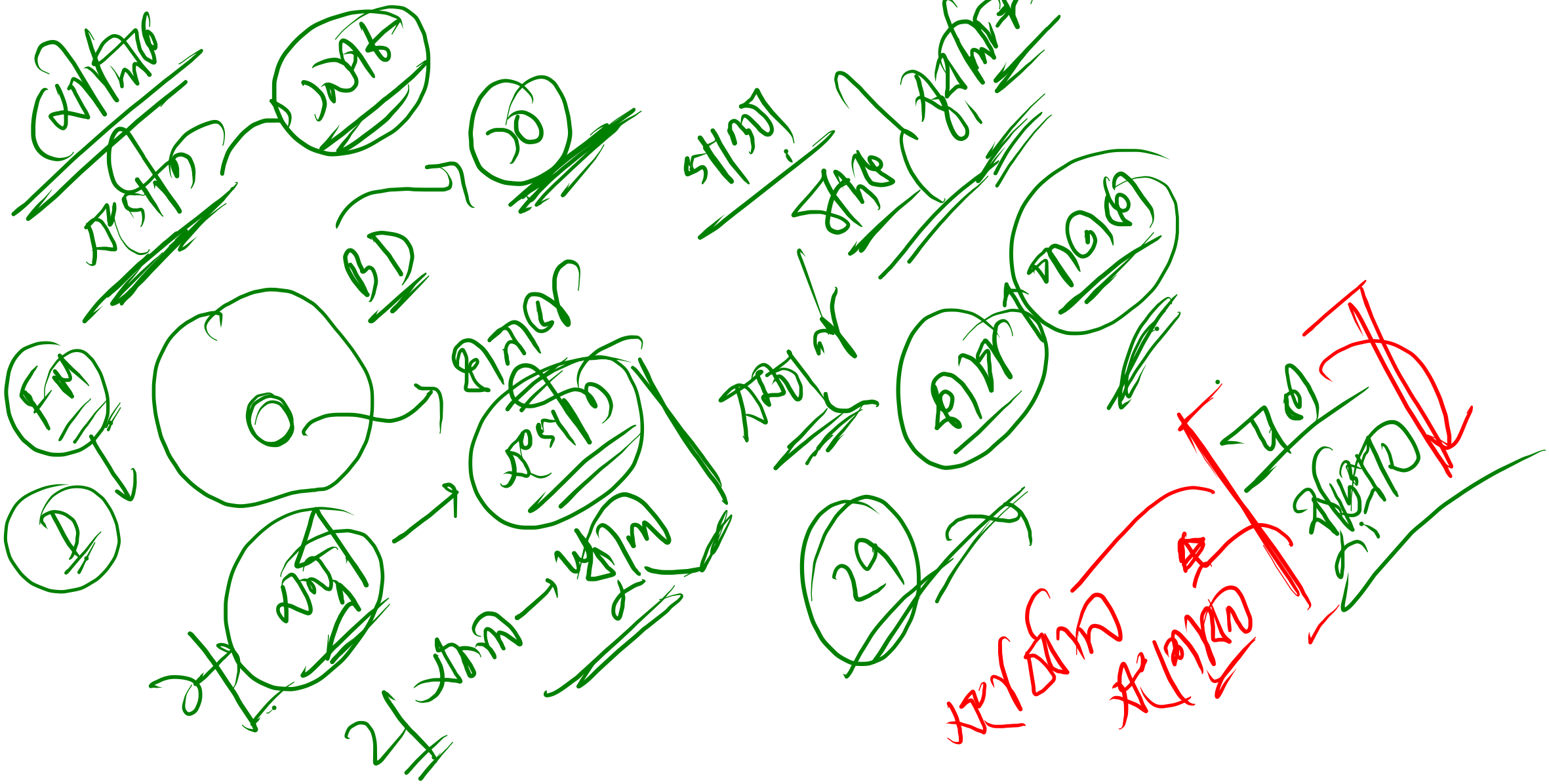

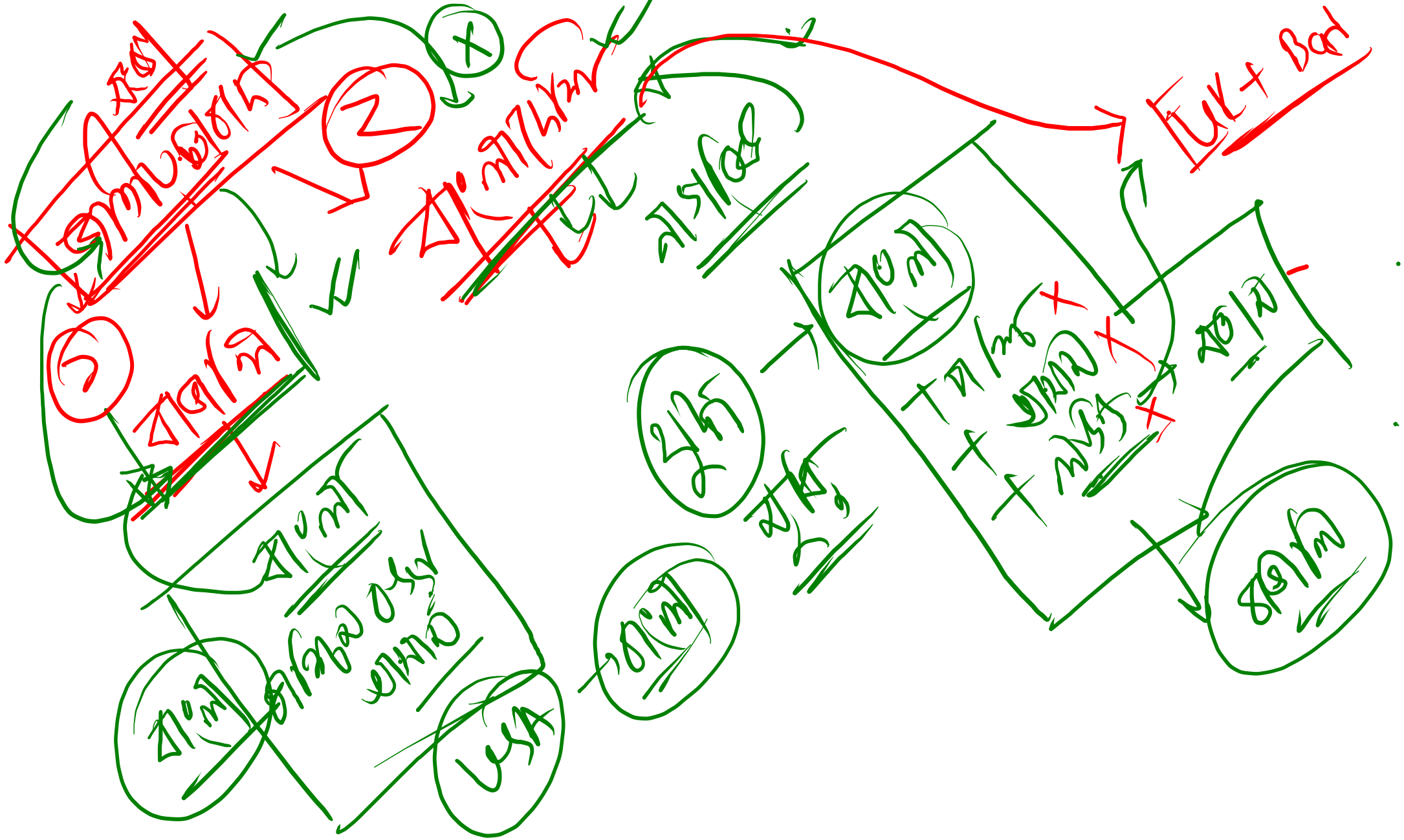

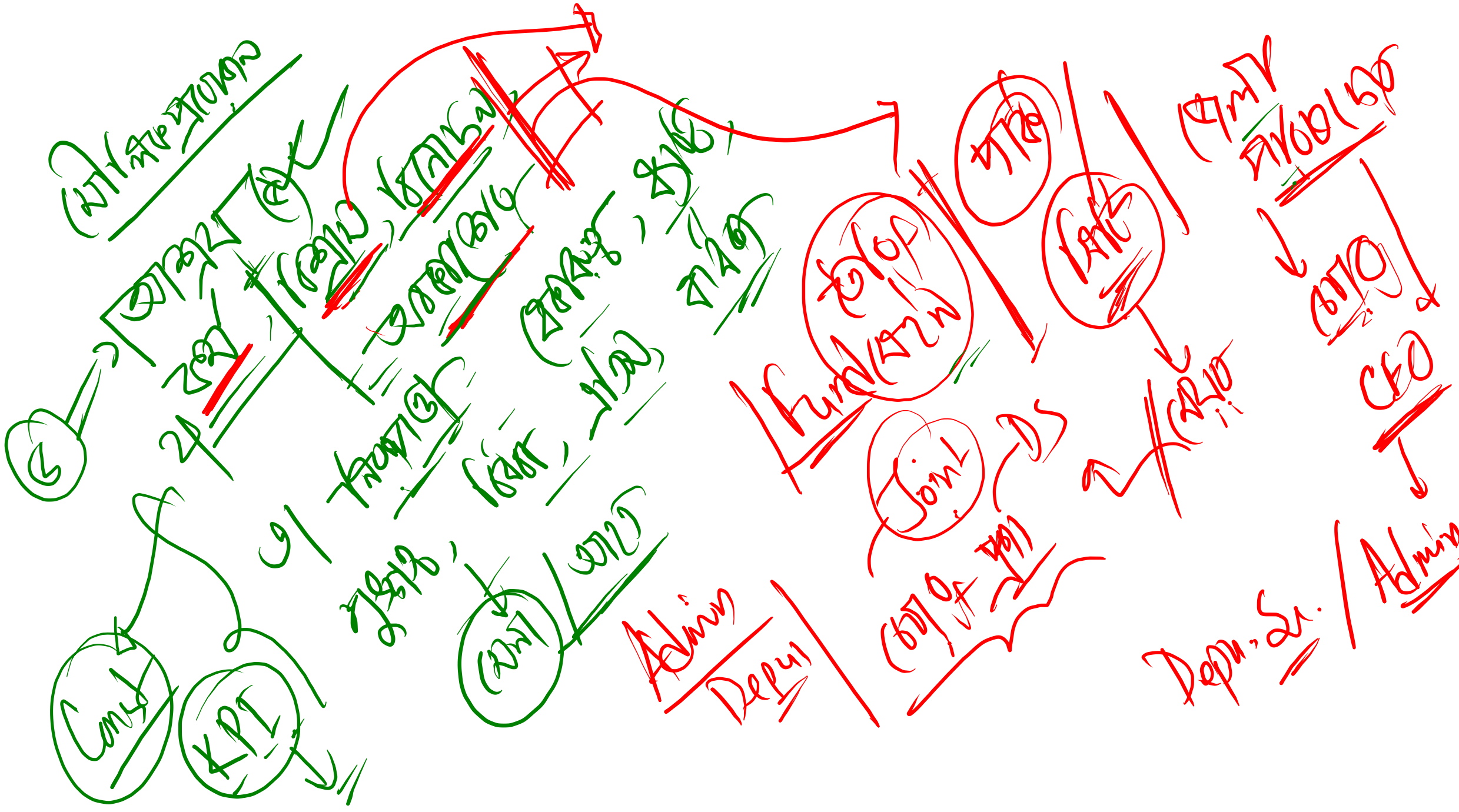

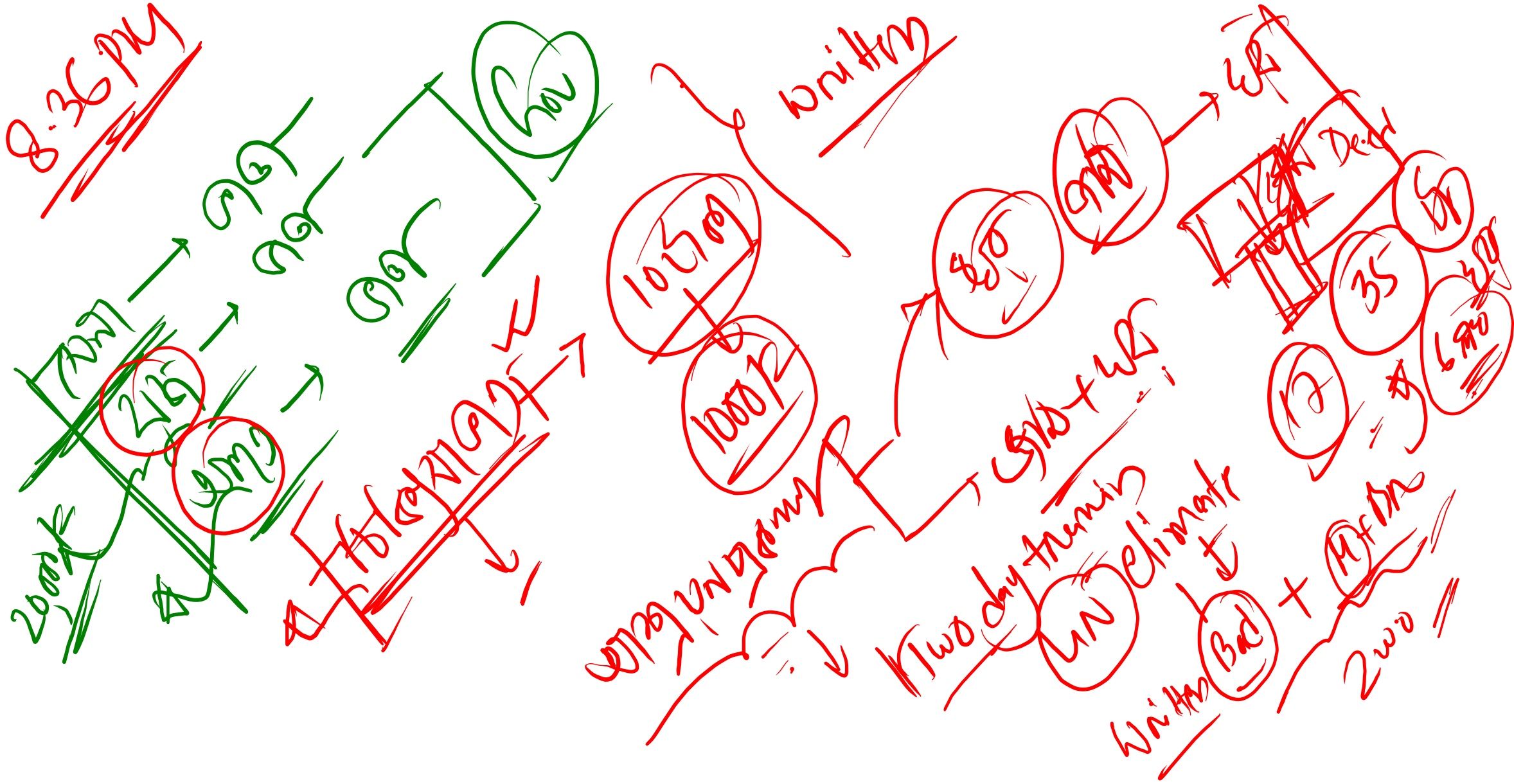

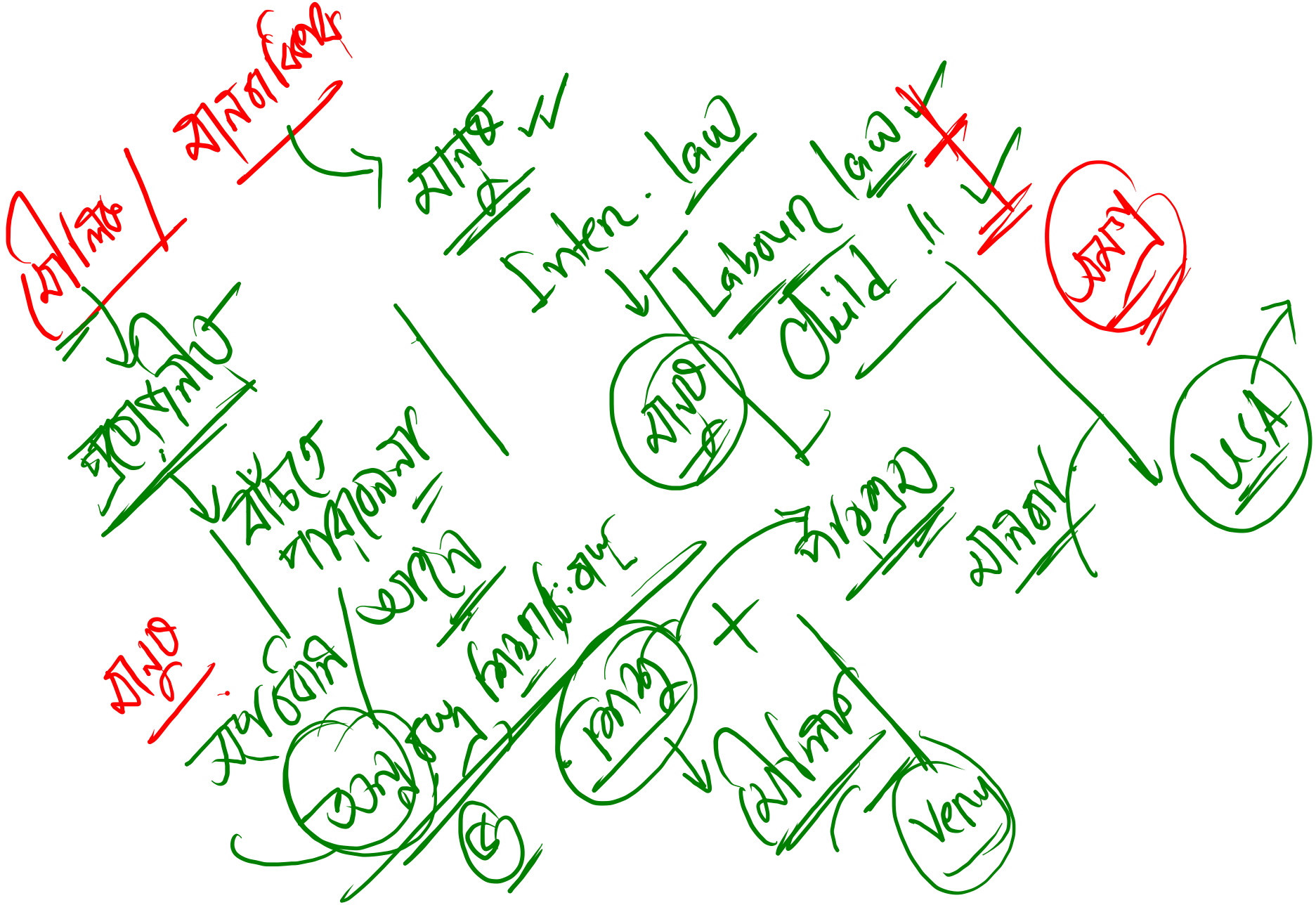

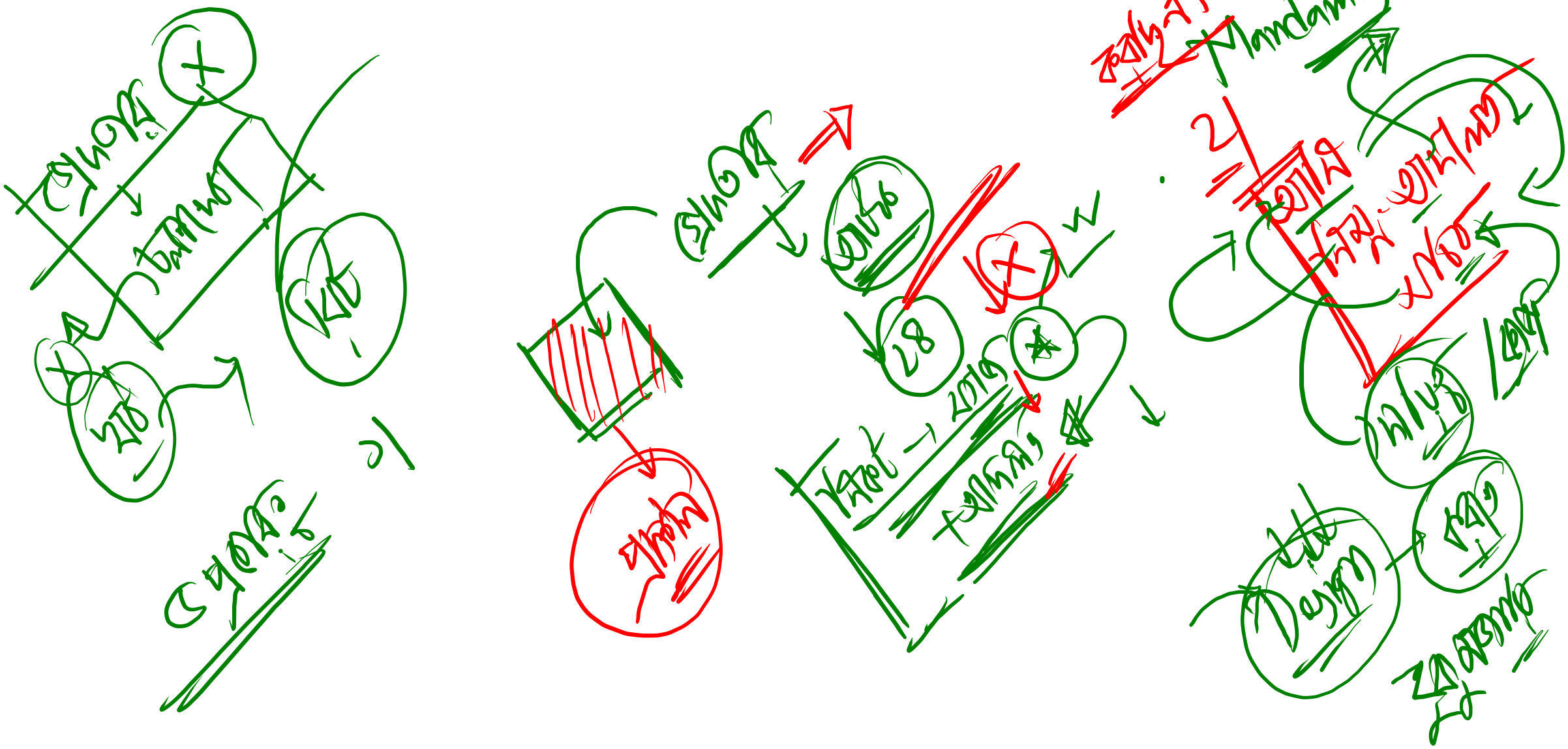

Design
Prohibitation
Warranto

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার (২৬-৪৭ক অনুচ্ছেদ)

মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য

- সকল মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়। কেবল ঐ সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার যেগুলো কোন দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং মানবাধিকারের ক্ষেত্র ব্যাপক কিন্তু মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ।
- মৌলিক অধিকারের উৎস হলো কোন দেশের সংবিধান কিন্তু মানবাধিকার হলো আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়।
- মৌলিক অধিকার নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু মানবাধিকার কোন ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।
- মৌলিক অধিকারগুলো দেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত এবং সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দ্বারা সংরক্ষিত। ফলে এগুলো বলবৎ করা যায় কিন্তু মানবাধিকারকে তদ্রুপ বলবৎ করা যায় না।
- মানবাধিকারগুলো পৃথিবীর প্রত্যেকের কাছে সমভাবে প্রযোজ্য কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলো নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়।

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার (২৬-৪৭ক অনুচ্ছেদ)

বাংলাদেশ সংবিধানে লিপিবদ্ধ ১৮টি মৌলিক অধিকারসমূহ হচ্ছে–

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	অনুচ্ছেদ	শিরোনাম
২৭	আইনের দৃষ্টিতে সমতা	৩৬	চলাফেরার স্বাধীনতা
২৮	ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ প্রভৃতি কারণে বৈষম্য	৩৭	সমাবেশের স্বাধীনতা
২৯	সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা	৩৮	সংগঠনের স্বাধীনতা
৩০	বিদেশি খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ	৩৯	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
৩১	আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার	৪০	পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
৩২	জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকাররক্ষণ	৪১	ধর্মীয় স্বাধীনতা
৩৩	গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ	৪২	সম্পত্তির অধিকার
৩৪	জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ	৪৩	গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ
৩৫	বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ	৪৪	সাংবিধানিক প্রতিকার পাওয়ার অধিকার

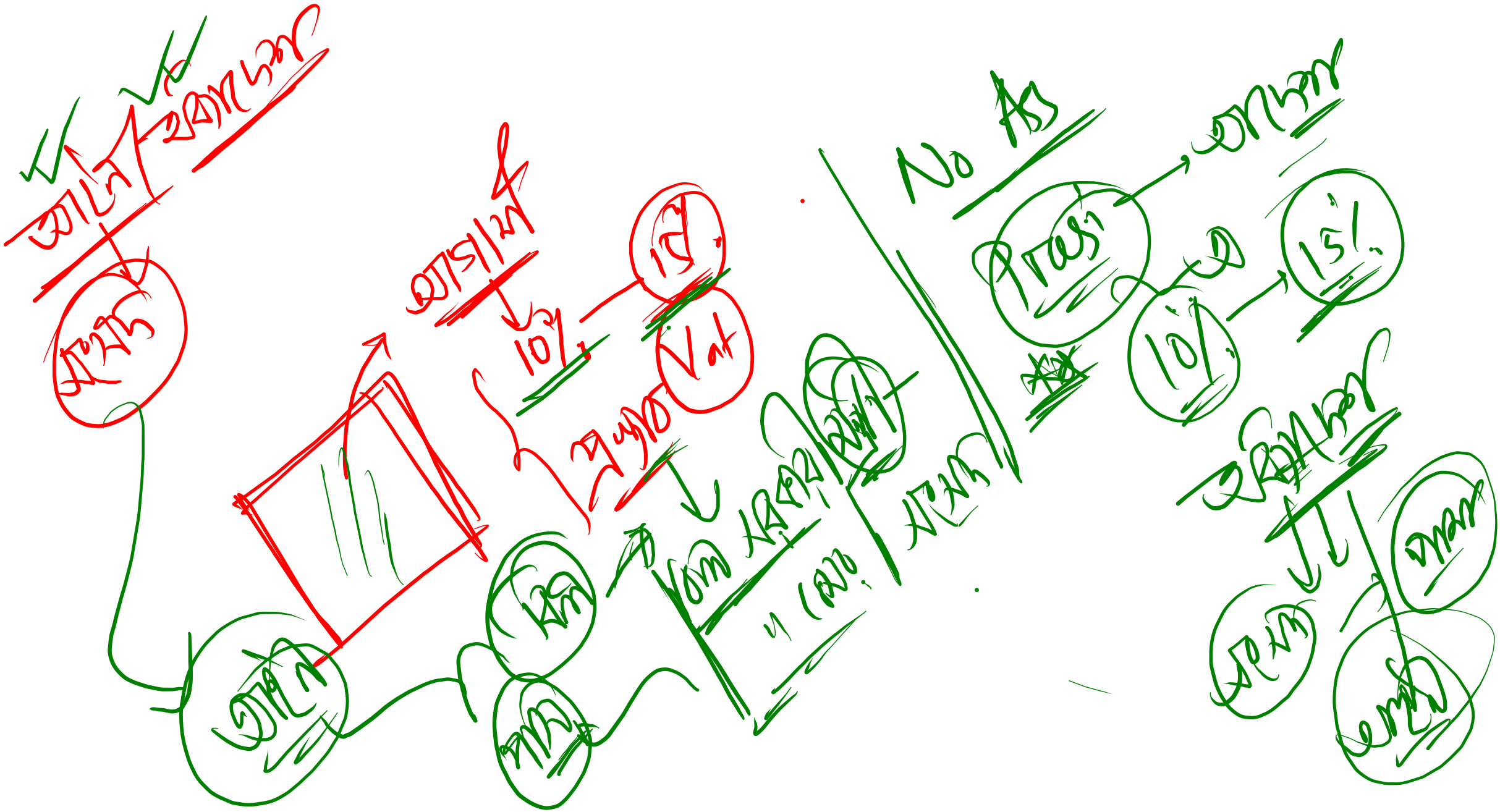

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার (২৬-৪৭ক অনুচ্ছেদ)

৩২, ৩৬. ব্যক্তিস্বাধীনতা ও চলাচলের অধিকার

এই অনুচ্ছেদে (৩২) সকল নাগরিকের বেঁচে থাকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার আছে। কাউকে বেআইনিভাবে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এই অধিকার কখনও আইন লঙ্ঘন করলে রাষ্ট্র সে ব্যক্তিকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। এবিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা সনদের ৩ ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার আছে। এছাড়া ৯, ১০, ১২ প্রভৃতি ধারার মূল বক্তব্যও অনেকটা তাই। এভাবে ধারা চার-এ (৪) বলা হয়েছে, কাউকেই দাস কিংবা দাসত্বের বন্ধনে রাখা চলবে না এবং ধারা নং ২৪-এ আছে, প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার আছে।

এ অনুচ্ছেদের (৩৬) মূল কথা হলো: যদি কোন আইন জনস্বার্থ সংরক্ষণ করে তবে সে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ ব্যতীত কোন নাগরিকের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল স্থানে অবাধ চলাফেরা করতে পারবে। প্রত্যেক নাগরিক বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন করতে পারবে এবং প্রত্যেক নাগরিক নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে যেতে অর্থাৎ বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করবার অধিকার উল্লিখিত প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। যেমন, সরকার যদি জনস্বার্থে কখনও দেশে বা দেশের নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে জরুরি অবস্থা জারি করে তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই এসব অধিকার সীমাবদ্ধ হয়ে আসে এবং তা সাংবিধানিকভাবে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ বলে মনে করা হয়।

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার (২৬-৪৭ক অনুচ্ছেদ)

৩৯. চিন্তা, বিবেক এবং বাক স্বাধীনতা

এ অনুচ্ছেদে (৩৮ নং)স্পষ্ট করে বলা হয়েছে: প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে নিজের মতো চিন্তা করতে পারবে। প্রত্যেক নাগরিক নিজের বিবেক বা বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তার উপর কোন চিন্তা বা ধারণা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে কথা বলতে পারবে ও নিজের ইচ্ছা বা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে এবং একই ধরনের বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমগুলো সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে দেশ-বিদেশের খবর এবং বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করতে পারবে বা স্বাধীনতা ভোগ করবে।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

সংশোধনের আবশ্যকতা

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি। সংবিধানকে ভিত্তি করেই সরকার গঠিত হয় এবং এর দ্বারাই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। রাষ্ট্র সমাজ জীবনের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংগঠন। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়। যেহেতু সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতির প্রকৃতি ও স্বরূপ যুগের সাথে সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল তাই সংবিধানও কখনও স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে না। চাহিদার সাথে কিংবা শাসন ক্ষমতার সাথে সংগতি রেখে সংবিধানও পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন ও পরিমার্জন হয়ে থাকে। প্রয়োজনে বিদ্যমান সংবিধান বাতিল করে সম্পূর্ণভাবে নতুন একটি সংবিধান গৃহীত হতে পারে। ফ্রান্সের সংবিধানই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে, এমন নজির পৃথিবীতে খুবই সামান্য। তাছাড়া যখন তখন সংবিধানের সংশোধনও ঘটে না। এসব কারণে সাধারণত সংবিধান সংশোধনের আবশ্যকতা বা প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি

সংশোধনীটি সংসদে একটি বিল আকারে উপস্থাপন করতে হবে, বিলের টাইটেলে (Title) সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকতে হবে সংবিধানের কোন বিধানটি সংশোধন করা হবে।

↓

উক্ত বিল সংসদের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান সংসদে (সংরক্ষিত মহিলা সদস্যসহ) ৩৫০ জন সংসদ সদস্য রয়েছেন। সংবিধান সংশোধনের বিল পাশ হতে হলে কমপক্ষে ২৩৪ জন সদস্যের ভোট প্রয়োজন হবে।

↓

বিলটি সংসদের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেয়া হবে এবং রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে এটি সংশোধনী অ্যাক্ট হিসেবে পাশ হয়ে যাবে।
এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রদানের সময়সীমা ৭ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করুক বা না করুক সংশোধনীটি আপনা আপনিই অনুমোদিত হয়ে যাবে।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে স্থাপিত অনুচ্ছেদ ৭খ অনুযায়ী সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, শর্তসাপেক্ষে তৃতীয় ভাগ, একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলো সংশোধন করা যাবে না।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

একনজরে সংশোধনীসমূহ

- **১ম** — যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিধান প্রবর্তন।
- **২য়** — জরুরি অবস্থা ঘোষণার নিয়মাবলি সংযোজন।
- **৩য়** — ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত চুক্তির বৈধতা প্রদান।
- **৪র্থ** — রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা এবং একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন।
- **৫ম** — ১৯৭৫ সালের সামরিক সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা প্রদান এবং মূলনীতি পরিবর্তন।
- **৬ষ্ঠ** — বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।
- **৭ম** — জেনারেল এরশাদ সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা।
- **৮ম** — রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের ৬টি বেঞ্চ স্থাপন।
- **৯ম** — উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদকাল সুনির্দিষ্টকরণ (সর্বোচ্চ ২বার)।
- **১০ম** — সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ৩০টি ১০ বছরের জন্য।
- **১১ম** — সাহাবুদ্দিন আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যক্রম বৈধকরণ এবং পুনরায় তাঁর প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়া।
- **১২শ** — সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন এবং উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত।
- **১৩শ** — অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন।
- **১৪শ** — সংরক্ষিত মহিলা আসন ৩০ থেকে ৪৫এ উন্নীতকরণ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি প্রদর্শন ও সংরক্ষণ।
- **১৫ম** — তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত, সংবিধানের মূলনীতি পুনঃপ্রবর্তন এবং মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ৪৫ থেকে ৫০ এ উন্নীতকরণ।
- **১৬শ** — সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে আনার বিধান পুনঃপ্রবর্তন।
- **১৭শ** — মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ৫০টি ২৫ বছরের জন্য বৃদ্ধিকরণ।

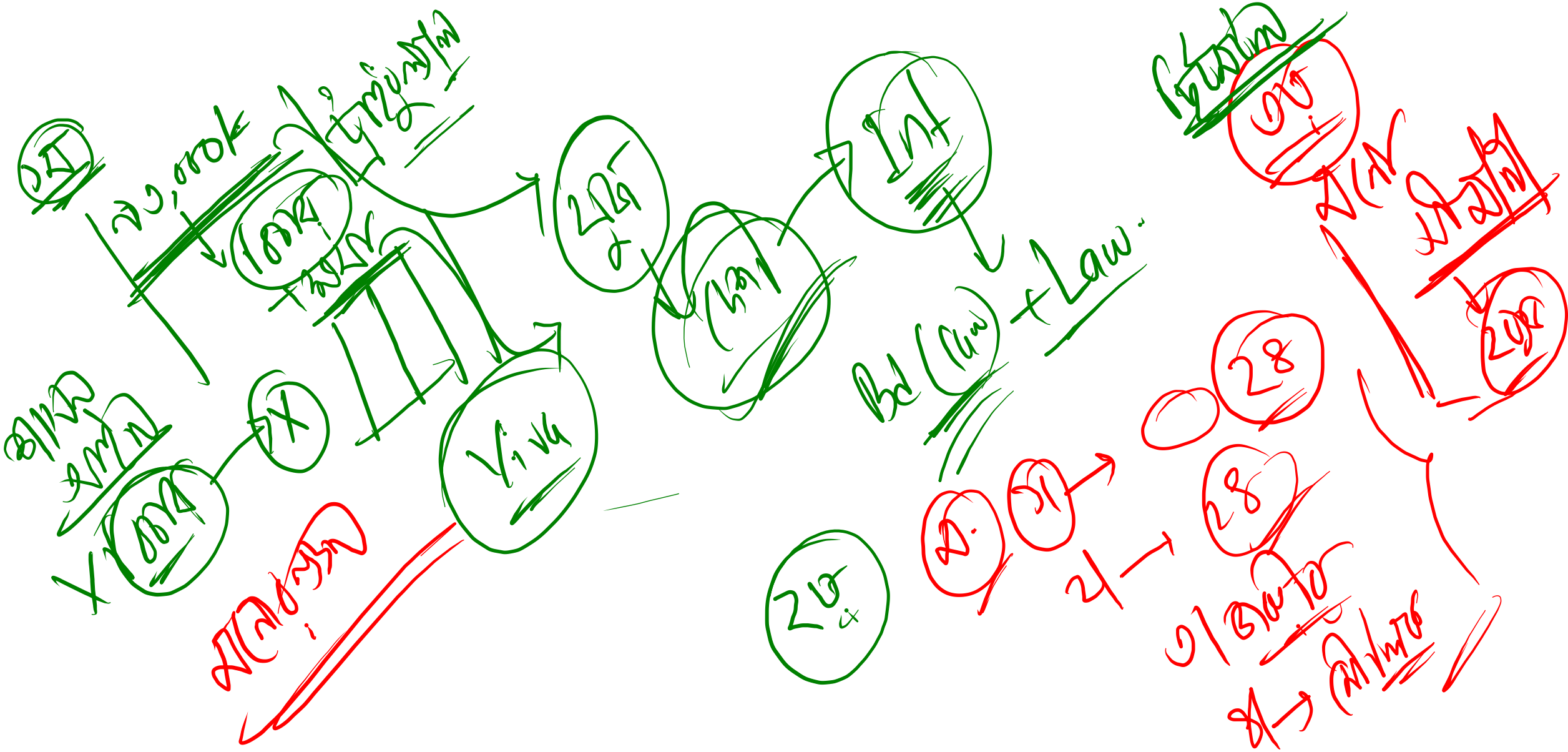

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

চতুর্থ সংশোধনী

এটি বাংলাদেশ সংবিধানের এমন একটি সংশোধনী, যা সংবিধানে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এই সংশোধনী গৃহীত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রথম সংসদে এই সংশোধনী বিল পাশ হয়।

চতুর্থ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য:

- **রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা:** এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা চালু করা হয়। রাষ্ট্রপতির হাতে নির্বাহী ক্ষমতা প্রদত্ত হয়।

- **রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া:** রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত না হয়ে ভোটারদের দ্বারা সরাসরি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন।

- **উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি:** চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা নতুনভাবে একটি উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

- **জাতীয় দলের বিধান:** এই সংশোধনী দেশে জাতীয় দলের প্রতিষ্ঠার বিধান করে। সকল দল বিলুপ্ত করে একটি জাতীয় দল গঠনের বিধান করা হয়। এসময় সরকারি নিয়ন্ত্রণে দুটি বাংলা দৈনিক এবং দুটি ইংরেজি পত্রিকা রেখে অন্যান্য দৈনিক সব পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
- **রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের জটিল পদ্ধতি:** আগে সংবিধান লঙ্ঘন, গুরুতর অসদাচরণ এবং শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে অভিশংসন করা যেত। কিন্তু নতুন সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন প্রক্রিয়া জটিল করা হয়।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে চতুর্থ সংশোধনী পাশ হয়।

- **এই সংশোধনীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা। সময়ের প্রেক্ষাপটে এ সংশোধনীর তাৎপর্য অনেক। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু এসে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অর্থনীতি নিয়ে দেশ গড়ার কাজে মন দিলেও দেশের মধ্যেই ঘাপটি মেরে থাকা সাম্রাজ্যবাদের চক্র ও পাকিস্তানপন্থিরা বঙ্গবন্ধু সরকারকে হেনস্তা করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। খুন ছিনতাই-ডাকাতি শেষে এরা জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে পালিয়ে যেত, যাতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। এসময় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দেশ-বিদেশের এরূপ বেপরোয়া ষড়যন্ত্রের কারণে সরকারকে শক্তিশালী করতে বঙ্গবন্ধু সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আনলেন। কিন্তু এ সংশোধনীর ভাল-মন্দ যাচাই করার সুযোগ বঙ্গবন্ধু সরকারকে দেয়নি ষড়যন্ত্রকারীরা। তারা নানা রকম দুর্নাম রটিয়ে হত্যা করে বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও জাতির পিতাকে।

[illegible] / Restricted

1/ [illegible]

2/ [illegible]

Timers.

3/ Bag.

Barry Obsen

4/ [illegible]

[illegible]

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

পঞ্চম সংশোধনী, ১৯৭৯

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক শাসনামলে তৎকালীন সরকার কর্তৃক সাংবিধানিক পরিবর্তন এবং গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রম বৈধ করানোর উদ্দেশ্যে পঞ্চম সংশোধনী পাশ হয়। এর ফলে সংবিধানের ৪র্থ তফসিলে ১৮ অনুচ্ছেদ সংযোজিত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত গৃহীত সকল সামরিক আইন, আদেশ ও ফরমান এই সংশোধনীর ফলে বৈধতা পায়।

সংযোজিত অনুচ্ছেদে বলা হয়: "১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, আদেশ সামরিক আইন, প্রবিধান এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোনো ফরমান দ্বারা এই সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন পরিবর্তন ও বিলোপসাধন করা হয়েছে তা পঞ্চম সংশোধনী দ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হলো এবং এ সম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কারণেই প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। এই সংশোধনীতে বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতিগুলোর ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

এই সংশোধনীতে মূলত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর পরিবর্তন সাধিত হয়।

- ✓ সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতে "বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম" এবং মুক্তি সংগ্রাম শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে "স্বাধীনতার যুদ্ধ" শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশিত হয়।
- ✓ এই সংশোধনীর মাধ্যমে মূল সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতার স্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার" - এই অর্থে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়।
- ✓ সংসদে মহিলাদের ৩০টি আসন ১৫ বৎসরের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
- ✓ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পুনর্বহালের ব্যবস্থা করা হয়।
- ✓ বাকশাল শাসন ব্যবস্থা বাতিল করে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হলেও রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা বহাল থাকে। সংসদের বাহির হতে নিযুক্ত মন্ত্রীদের সংখ্যা এক পঞ্চমাংশের বেশি হবে না বলে বিধান করা হয়।

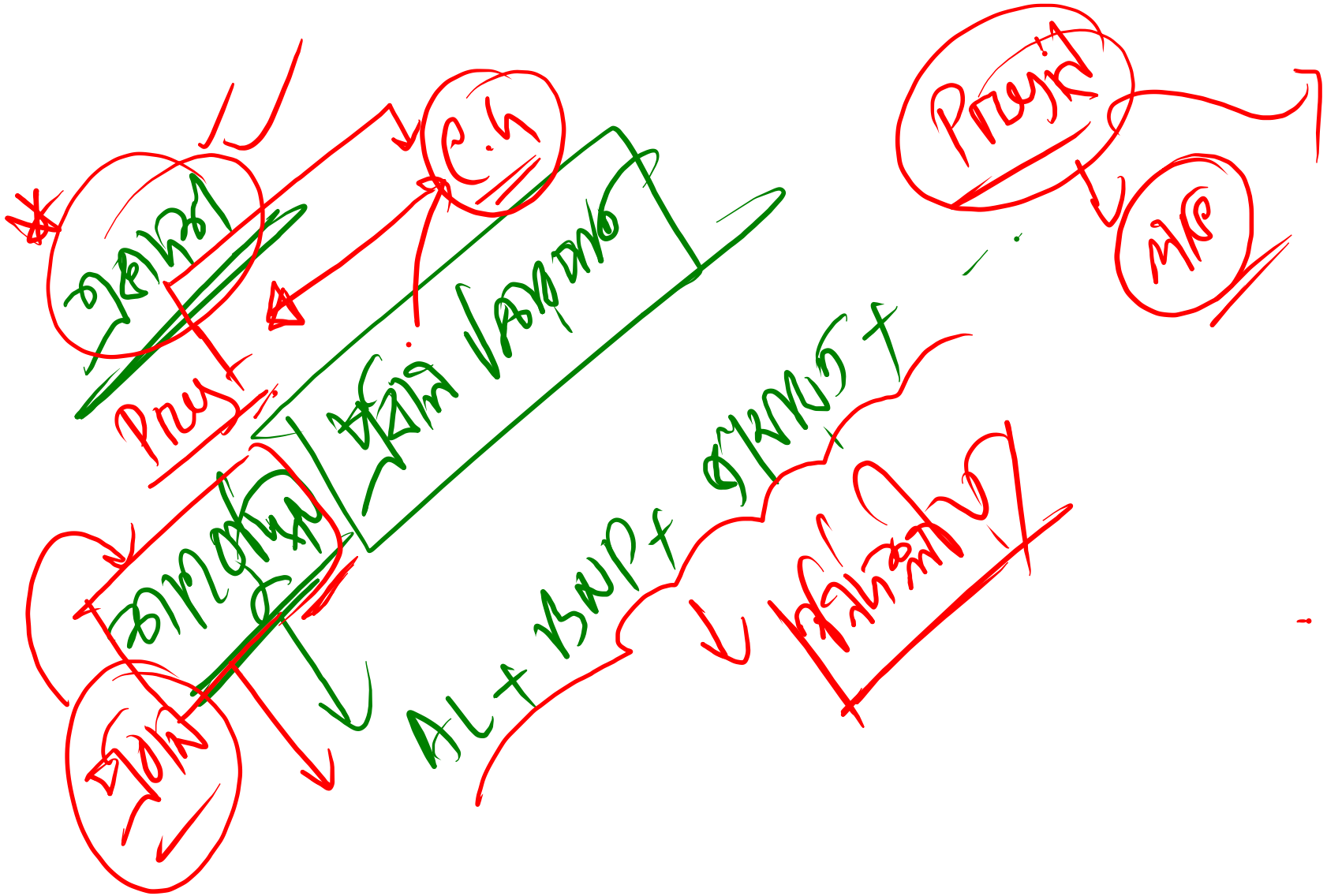

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

দ্বাদশ সংশোধনী, ১৯৯১

পঞ্চম জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় গঠিত তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করাই এ সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৯৯১ সালে ৬ আগস্ট বিলটি সংসদে পাশ হয়। দ্বাদশ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

দ্বাদশ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য:

- **সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা:** এই সংশোধনীর ফলে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতিকে নাম সর্বস্ব প্রধান করে সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদকে দেয়া হয়। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে বলে বিধান করা হয়।

- **রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও নির্বাচন:** দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক পাশকৃত আইনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন এই নিয়ম করা হয়। রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন এবং দুই মেয়াদের অধিক কেউ রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারবেন না এই নিয়ম করা হয়। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা ছাড়া প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করার ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নিবেন এই বিধান করা হয়।

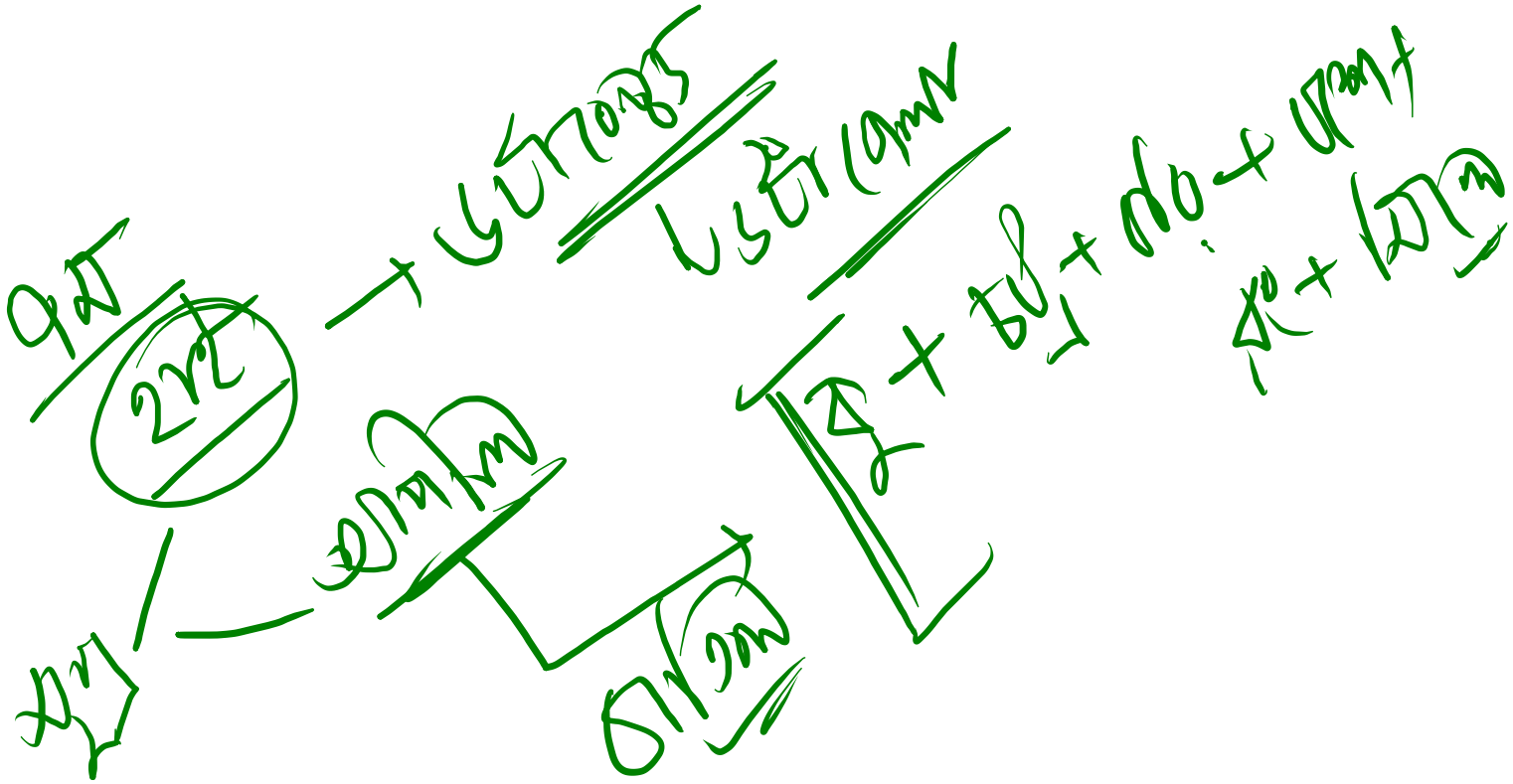

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

- **প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা:** দ্বাদশ সংশোধনীর আগে নির্বাহী ক্ষমতা ছিল রাষ্ট্রপতির হাতে। এই সংশোধনীর ফলে সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তাহার মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত হয়।

- **প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠন:** দ্বাদশ সংশোধনীর আগে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগ করতেন। এই সংশোধনীর ফলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী চাইলে যে কোনো সময় যে কোনো মন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

- **সংসদ সদস্যদের ফ্লোর ক্রসিং নিষিদ্ধ:** এই সংশোধনী অনুযায়ী সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন আনা হয়। বলা হয় কোনো সদস্য যে দলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন সে দল থেকে পদত্যাগ করলে অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দিলে তার আসন শূন্য হবে।

- **সংসদ অধিবেশনের মধ্যে বিরতি:** সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদে সংশোধন করে বলা হয় যে, জাতীয় সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না। দ্বাদশ সংশোধনী বিল সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সরকারি ও বিরোধী সকল দলই এ সংশোধনী বিলে সম্মতি দেয়। বিলের পক্ষে ৩০৭টি ভোট পড়ে। কোনো ভোট বিপক্ষে পড়েনি। এই সংশোধনী গৃহীত হওয়ায় বাংলাদেশে সরকার পদ্ধতি সম্পর্কিত বিতর্কের অবসান ঘটে।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

ত্রয়োদশ সংশোধনী

বাংলাদেশের ষষ্ঠ সংসদে বিএনপি সরকার কর্তৃক এই সংশোধনী বিলটি উত্থাপিত হয়। এই সংশোধনী গৃহীত হওয়ার ফলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য উত্থাপিত বিরোধী দলের দাবি বাস্তবায়িত হয়। সংশোধনী বলে সংবিধানের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সঙ্গে ২ (ক) পরিচ্ছেদ সংযোজিত হয় এবং আরও কিছু অনুচ্ছেদ সংশোধিত হয়। নিচে সংশোধনী আইনটি তুলে ধরা হলো-

- ✓ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম– এই আইন সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।
- ✓ সংবিধানে নতুন ৫৮ক অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ– গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান (অতঃপর সংবিধান বলিয়া উল্লিখিত)- এর ৫৮ অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা: ৫৮ক। পরিচ্ছেদের প্রয়োগ- এই পরিচ্ছেদের কোনো কিছু ৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলি ব্যতীত, যে মেয়াদে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় বা ভঙ্গ অবস্থায় থাকে সেই মেয়াদে প্রযুক্ত হইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, ২ক পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, সেক্ষেত্রে ৭২(৪) অনুচ্ছেদের অধীন কোনো ভঙ্গ হইয়া সংসদকে পুনরাহ্বান করা হয় সেক্ষেত্রে এই পরিচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে।”

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

ত্রয়োদশ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য

- **নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন:** এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ ভেঙ্গে যায়। মেয়াদ অবসানের পর একজন প্রধান উপদেষ্টা ও অনধিক দশজন উপদেষ্টা নিয়ে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ব্যবস্থা হয়। এই সরকারের প্রধান দায়িত্ব নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য সহযোগিতা করা।

- **প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের সরকার পরিচালনা:** অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টাদের দিয়ে দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদিত হবে বলে বিধান করা হয়।

- **রাষ্ট্রপতির অতিরিক্ত ক্ষমতা:** সংসদীয় সরকার পদ্ধতির বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা ছাড়া অন্য সকল কাজ সম্পাদনে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। কিন্তু ত্রয়োদশ সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টাদের নিয়োগ করেন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকে। ফলে দেখা যায় অন্তর্বর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত ক্ষমতা ভোগ করেন।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

পঞ্চদশ সংশোধনী ২০১১

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **সংবিধানের প্রারম্ভে প্রস্তাবনার উপরে সংশোধন:** সংবিধানের প্রারম্ভে, প্রস্তাবনার উপরে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে/ 'পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে') সংযোজন করা হয়।

- **সংবিধানের প্রস্তাবনার সংশোধন:** সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধন করে বলা হয় যে,

  "সংবিধানের প্রস্তাবনার

  (ক) 'জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের' শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে;

  (খ) এবং, নিম্নরূপ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হবে, যথা:

  "আমরা অঙ্গীকার করছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহিদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সে সকল আদর্শ এ সংবিধানের মূলনীতি হবে।"

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

- **প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম:** রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কে অনুচ্ছেদ ২ক এ প্রতিস্থাপন করা হয়, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবেন।"

- **জাতির পিতার প্রতিকৃতি:** অনুচ্ছেদ ৪ক এ প্রতিস্থাপন করা হয়, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।"

- **জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬ এ প্রতিস্থাপন করা হয়-
  - ✓ বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।
  - ✓ বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

➢ **সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ:** সংবিধানের ৭ক অনুচ্ছেদে সংযোজন করা হয়-

(১) কোনো ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো অসাংবিধানিক পন্থায়–

(ক) এ সংবিধান বা এর কোনো অনুচ্ছেদ রদ, রহিত, বাতিল বা স্থগিত করলে কিংবা তা করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করলে,

(খ) কিংবা, এ সংবিধান বা এর কোনো বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করলে কিংবা তা করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করলে- তার এই কাজ রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হবে।

(২) কোনো ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত–

(ক) কোনো কাজ করতে সহযোগিতা বা উসকানি প্রদান করলে, কিংবা

(খ) কাজ অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করলে- তার এরূপ কাজও একই অপরাধ হবে।

(৩) এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

- **সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন অযোগ্য:** সংবিধানের ৭খ অনুচ্ছেদে সংযোজন করা হয়- সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুকনা কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলি সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে।

- **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংশোধন:** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮ সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ নীতিসমূহ এবং এ নীতিসমূহ হতে উদ্ভূত এ ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে পরিগণিত হবে। এর ফলে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের রাষ্ট্রপরিচালনার ৪টি মূলনীতি পুনর্বহাল হয়।

- **জাতীয়তাবাদ:** অনুচ্ছেদ ৯ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছেন সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

- **সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি:** অনুচ্ছেদ ১০ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, মানুষের উপর মানুষের শোষণ হতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

- **ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা:** অনুচ্ছেদ ১২ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হবে।

- **পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন:** অনুচ্ছেদ ১৮ক সংযোজনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবেন।

- **মহিলাদের সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ:** অনুচ্ছেদ ১৯(৩) সংশোধনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

- **আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি:** অনুচ্ছেদ ২৩ক সংযোজনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ:** অনুচ্ছেদ ৪৪ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বলা হয়েছে,
  (১) মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হলো।
  (২) হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতাহানি না ঘটিয়ে সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোনো আদালতকে তার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা এর যে কোনো ক্ষমতা দান করতে পারবেন।

- **নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ:** উচ্চ আদালত ত্রয়োদশ সংশোধনী আইনে প্রবর্তিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করে। এজন্য পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংবিধানের ২ক পরিচ্ছেদে উল্লিখিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এর ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার স্থলে রাজনৈতিক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (ক) মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাবার ক্ষেত্রে ও ভেঙ্গে যাবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং (খ) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

- **সর্বাধিনায়কতা:** অনুচ্ছেদ ৬১ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হবে এবং আইনের দ্বারা তার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে।
- **জাতীয় সংসদে মহিলাদের আসন বৃদ্ধি:** অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) সংশোধনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা পঁয়তাল্লিশটির পরিবর্তে পঞ্চাশটি করা হয়।

- **জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা:** অনুচ্ছেদ ৬৬ সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীনে যে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন;

(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফাতে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি-

(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করলে; কিংবা

(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন বলে গণ্য হবে না এবং ...

(৩) এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোনো ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী হবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবেন না।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

- **দলত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া:** সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বলা হয় যে, 'কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি- (ক) উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন অথবা (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তা হলে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে, তবে তিনি সে কারণে পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ সদস্য হবার অযোগ্য হবেন না।
- **বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি:** অনুচ্ছেদ ৮০ সংশোধনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির নিকট কোনো বিল পেশ করার পর পনেরো দিনের মধ্যে তিনি এতে সম্মতিদান করবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তার কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সংশোধন বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করে একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে।
- **অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা:** অনুচ্ছেদ ৯৩ সংশোধনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, কোনো সময়ে (সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় অথবা অধিবেশনকাল ব্যতীত সময়ে) রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলিয়া প্রতীয়মান হলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন, সেরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন।
- **বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি:** অনুচ্ছেদ ৯৫ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করবে।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

- **বিচারকদের পদের মেয়াদ ও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল:** অনুচ্ছেদ ৯৬ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বলা হয়েছে,
  (১) এ অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোনো বিচারক সাতষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।
  (২) এ অনুচ্ছেদের বিধানাবলি অনুযায়ী ব্যতীত কোনো বিচারককে তাঁর পদ হতে অপসারিত করা যাবে না।
  (৭) কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন।

- **দায়িত্ব অর্পণ এবং বেঞ্চ গঠন:** অনুচ্ছেদ ৯৮ সংশোধনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, কোন্ কোন্ বিচারককে নিয়ে কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হবে এবং কোন কোন বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করবেন, তা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করবেন।

- **অধঃস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা:** অনুচ্ছেদ ১০৯ সংশোধনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলা বিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে এবং সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা প্রযুক্ত হবে।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

- **নির্বাচন কমিশনের সংখ্যা ও নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি:** অনুচ্ছেদ ১১৮ এ বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অনধিক চারজন করা হয়।
- **ভোটার তালিকায় নাম ভুক্তির যোগ্যতা:** অনুচ্ছেদ ১২২ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বলা হয়েছে,
  (১) প্রাপ্ত ভোটাধিকার ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
  (২)(গ) কোনো যোগ্য আদালত কর্তৃক তার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা বহাল না থেকে থাকে;
  (২)(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে না থাকেন।

- **জরুরি অবস্থার সময়সীমা বা মেয়াদকাল:** অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের মাধ্যমে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, যাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা এর যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তা হলে তিনি অনধিক, একশত কুড়ি দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

➢ **সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা:** অনুচ্ছেদ ১৪২ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বলা হয়েছে,

(ক) সংসদের আইন দ্বারা এ সংবিধানের কোনো বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হতে পারবে; তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোনো বিলের সম্পূর্ণ শিরোনাম এ সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করা হবে বলে স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাবে না;

(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যা অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হলে অনুরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে না ।

(খ) উপরিউক্ত উপায়ে কোনো বিল গৃহীত হবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তা উপস্থাপিত হলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করবেন এবং তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে।

➢ **সংবিধান সংশোধনে 'গণভোট ব্যবস্থা বাতিল:** সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনয়ন করে 'গণভোট ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন

➢ ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি:

(১) **৪র্থ তফসিল সংশোধন:** এ সংবিধানের অন্য কোনো বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে এ সংবিধান প্রবর্তনকালে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলি ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি হিসাবে কার্যকর থাকবে।

(২) **৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম তফসিল সংযোজন:** ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখ হতে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে এ সংবিধান প্রবর্তন হবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দেয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ, ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও দলিল, যা উক্ত সময়কালের জন্য ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি বলে গণ্য হবে।

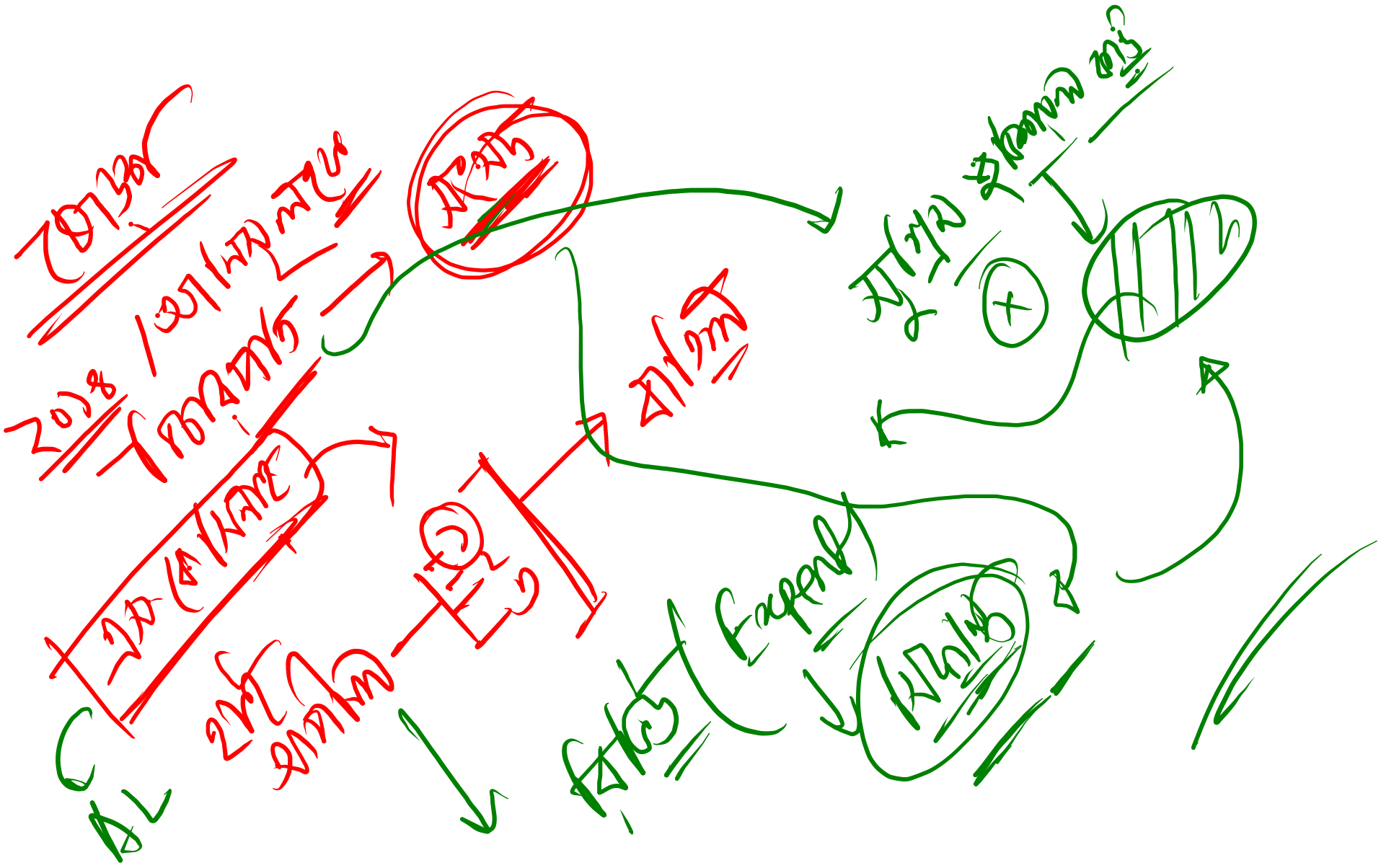

এক নজরে তফসিল

প্রথম তফসিল	অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন
দ্বিতীয় তফসিল	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত)
তৃতীয় তফসিল	শপথ ও ঘোষণা
চতুর্থ তফসিল	ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানবলি
পঞ্চম তফসিল	৭১' এর ৭ মার্চের ভাষণ
ষষ্ঠ তফসিল	স্বাধীনতার ঘোষণা
সপ্তম তফসিল	৭১' এর ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

আইন ও অধ্যাদেশ

✪ **আইন :** আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইন মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ন করা হয়। আইন দ্বারা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্র বা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন প্রণয়ন করা হয়।

✪ **অধ্যাদেশ:** অধ্যাদেশ-ও একপ্রকার আইন তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে সংবিধান স্বীকৃত নয়। অধ্যাদেশ গ্রহণ ও স্বীকৃতির দ্বারা তা আইনে পরিণত হয়। সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় বা অধিবেশন না থাকাকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত যা জনকল্যাণকর এমন নীতিমালা গ্রহণ-ই অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশ আইন নয় তবে স্বীকৃতির দ্বারা তা আইনে পরিণত করা যায়।

আইন ও অধ্যাদেশের মধ্যে পার্থক্য

আইন	অধ্যাদেশ
১. আইন সংবিধান স্বীকৃত ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।	১. অধ্যাদেশ জাতীয় সংসদকর্তৃক সরাসরি গৃহীত নয় এটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরাসরি প্রণয়ন ও জারি করা হয়।
২. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন দ্বারা তা পাশ করা হয়।	২. অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে না কারণ এটি সরাসরি রাষ্ট্রপতির কর্তৃক গৃহীত।
৩. আইন প্রণয়ন কালে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলমান থাকে।	৩. অধ্যাদেশ প্রণয়ন কালে জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত থাকে।
৪. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জরুরি কোনো বিধিবিধানের প্রয়োজন হয় না। তা বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।	৪. অধ্যাদেশ প্রণয়ন দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে গৃহীত হয়।
৫. সংবিধানের পঞ্চমভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৮০ নং অনুচ্ছেদে আইন প্রণয়ন পদ্ধতির উল্লেখ আছে।	৫. সংবিধানের পঞ্চমভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৯৩ নং অনুচ্ছেদে অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতার উল্লেখ আছে।
৬. আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ সদস্যদের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।	৬. অধ্যাদেশ প্রণয়নে রাষ্ট্রপতি স্বিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
৭. আইন প্রণয়ন শর্তাধীন।	৭. কিন্তু অধ্যাদেশ প্রণয়ন শর্তসাপেক্ষ।

গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
১২৪ক	রাষ্ট্রদ্রোহিতা (Sedition)	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
১৪৪	মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেআইনি সমাবেশে যোগদান করা	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড
১৪৭	দাঙ্গা	২ (দুই) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
১৬১	সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক ঘুষ গ্রহণ	৩ (তিন) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৩০২	খুন	মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড
৩২৬ ক	এসিড জাতীয় পদার্থ দ্বারা জখম করা	মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড
৩৩০	বলপূর্বক অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য আঘাত প্রদান	৭ (সাত) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৩৭৬	ধর্ষণ	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড/ সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড
৫০৯	ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নারীর শালীনতা অমর্যাদা করা	১ (এক) বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য বিধান করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে। এই আইন অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ ও তথ্য প্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে রূপরেখা প্রণীত হয়েছে।

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯

মোবাইল কোর্ট আইন পাস হয় ২০০৯ সালে ৬ অক্টোবর। এই আইনের মোট ধারা ১৭টি এবং এই আইনের তফসিলভুক্ত আইনের সংখ্যা ১১৮টি। ধারা ৫ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত Executive Magistrate বা ধারা ১১ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত District Magistrate আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করবার সময় তফসিলে বর্ণিত আইনের অধীন কোনো অপরাধ তাঁর সামনে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত হয়ে থাকলে তিনি উক্ত অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলেই আমলে গ্রহণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে, দোষী সাব্যস্ত করে, এই আইনের নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করতে পারবেন।

বিগত ১/৫/২০১৭ তারিখে হাইকোর্ট বিভাগের একটি দ্বৈত বেঞ্চে মাননীয় বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও মাননীয় বিচারপতি আশীত রঞ্জন দাস "নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা অবৈধ ও অসাংবিধানিক"-এই মর্মে রায় প্রদান করেন । যদিও সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন চেম্বার জজ মাননীয় বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী ১১/৫/২০১৭ তারিখে উক্ত রায়টি স্থগিত করেন। অদ্যাবধি বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংগঠিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করে সরকার। এটি কার্যকরের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৬৬ ধারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার বদলে এসব ধারার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে। এ আইনে মুক্তিযুদ্ধ, জাতির পিতা, ধর্ম অবমাননা, মানহানির মতো সাইবার অপরাধের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে সাজার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল ও নিরাপত্তা এজেন্সি গঠনের কথা বলা হয়েছে।

মাদক (নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৯০

এ আইনে অ্যালকোহল ব্যতীত যেকোনো ধরনের মাদকদ্রব্যের চাষ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, স্থানান্তর, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তগতকরণ, সংরক্ষণ, মজুতকরণ, প্রদর্শন এবং ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ আইন মদ তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন কোনো গাছগাছালি বা উপাদানের চাষ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বহন, স্থানান্তর, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তগতকরণ, সংরক্ষণ মজুদকরণ এবং প্রদর্শনও নিষিদ্ধ করেছে। অবশ্য যেকোন ধরনের মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, বহন এবং স্থানান্তরের জন্য লাইসেন্স, অনুমতিপত্র বা ছাড়পত্রধারী ব্যক্তিদের বেলায় এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না।

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫

কোনো ব্যক্তি যদি বিষাক্ত, দাহ্য বা দেহের ক্ষয়সাধনকারী কোনো বন্ড দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটায়, তবে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। উল্লিখিত বন্ড দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর দেহে নিদারুণ আঘাত প্রদানের ফলে যদি কোনো নারী বা শিশু চিরদিনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারায়, তার মাথা কিংবা মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যায়, শ্রবণশক্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায় অথবা দেহের কোনো অঙ্গ কিংবা গ্রন্থি স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তবে এ আইনে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। শাস্তিস্বরূপ এ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ন্যূনতম ৭ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি

পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫

পরিবারের প্রতিটি সদস্যের আইনগত সমস্যার বিচার নিষ্পত্তি সম্পর্কিত অধ্যাদেশ। ১৯৮৫ সালে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ইসলামী আইন, হিন্দু আইন, দেওয়ানি কার্যবিধি, সাক্ষ্য আইন, অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ প্রভৃতি সমন্বয়ে পারিবারিক আদালতের বিচার্য বিষয়ের আইন সংকলিত হয়েছে। এ আইন রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও পার্বত্য এলাকার জেলাসমূহ ছাড়া সারা দেশে প্রযোজ্য। এ আইন বলে দেশের সকল মুন্সেফ আদালত পারিবারিক আদালত হিসেবে গণ্য হবে এবং মুন্সেফগণ এ আদালতের বিচারক হবেন। পারিবারিক আদালত মূলত পাঁচটি বিষয়ে বিচারকার্য নিষ্পন্ন করে থাকে। এগুলি হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, মোহরানা, ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্ব।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ‘সংবিধানই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন’-ব্যাখ্যা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- সংবিধান অনুসারে হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে অপসারণের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ কী কী? [৪৩তম বিসিএস]
- ‘সংবিধান’ কাকে বলে? বাংলাদেশের সংবিধান প্রথম কবে চালু হয়? এর মূলনীতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪১তম, বিসিএস]
- বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ‘ভার্শনটি’ অনুসরণ করা হয়? এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। [৪১তম, বিসিএস]
- বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতিগুলো বর্ণনা করুন। [৪০তম, ৩৩তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের বিধানাবলি বর্ণনা করুন। [৪০তম বিসিএস]

- বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মূল বিষয়গুলো বর্ণনা করুন। [৪০তম, ৩৫তম বিসিএস]
- সংবিধানের সংজ্ঞা দিন। বাংলাদেশের সংবিধানে কতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে? [৩৮তম, ৩৩তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের ভূমিকা বর্ণনা করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলি কী কী? [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ কী কী? [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লিখিত নারীর অধিকারগুলো লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের সংবিধানের নিম্নলিখিত সংশোধনীগুলির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]

  (ক) বাংলাদেশের সংবিধানের ৫ম সংশোধনী।
  (খ) বাংলাদেশের সংবিধানের ১২ তম সংশোধনী।
  (গ) বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ তম সংশোধনী।
  (ঘ) বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ তম সংশোধনী।

- বাংলাদেশ সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত ১২ ধারাটি লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- সংবিধানের রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কিত বিধান কী? [৩৪তম বিসিএস]
- সংবিধানের প্রাধান্য বলতে কী বুঝায় তা অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]
- সংবিধানে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে নাগরিকদের জন্য কী কী বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে? [৩৪তম বিসিএস]
- চলাফেরার ও সমাবেশের স্বাধীনতা সম্পর্কিত সংবিধানের বিধানদ্বয় কী কী এবং তা কোন কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে? [৩৪তম বিসিএস]
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কোন সালের কোন তারিখ হতে কার্যকর হয়? এতে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করুন এবং কী পরিস্থিতিতে এবং কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়? [৩৪তম, ২৯তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসারে ব্যাখ্যা করুন। [৩৬তম, ২৮তম বিসিএস]
- সাংবিধানিক পদ বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশে ৫টি সাংবিধানিক পদের নাম ও সংক্ষেপে দায়িত্ব লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বঙ্গবন্ধুর (শেখ মুজিবুর রহমান)-এর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে? [৩৩তম বিসিএস]
- সংবিধান সংশোধন বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশের সংবিধান মোট কতবার সংশোধন করা হয়েছে এবং পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
- ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করুন। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের প্রেক্ষিতে কী কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? [৩২তম বিসিএস]
- সংবিধানের কোন সংশোধনীর বলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করা হয়? মূল সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ কী ছিল? মৌলিক অধিকারসমূহ কিভাবে বলবৎযোগ্য? কখন এগুলো বলবৎযোগ্য নয়? [৩০তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ কী কী? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক নীতির বিস্তারিত আলোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy